কাশীবাক্যামৃত-লহরী

বা

কাশীক্ষেত্র মাহাত্ম্য সম্বন্ধীয়

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্রাদি শাস্ত্রোক্ত
বাক্যাবলী।

শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দোপাধ্যায়, রায় সাহেব দ্বারা
সংকলিত।

আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ দ্বারা
অনূদিত।

শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল ভট্টাচার্য্য এক্‌জিকিউটিভ্‌ ইঞ্জিনিয়ার্‌
দ্বারা প্রকাশিত।

দি সুলভ ফাইন্‌ আর্ট প্রেসে
শ্রী বৃন্দাবন চন্দ্র নাথ দ্বারা মুদ্রিত।
জঙ্গমবাড়ী, বেনারস সিটী।

সন ১৩৩৭ সাল।

উদ্ধৃত শাস্ত্রাবলীর সূচী।

নিবেদন।

মুদ্রণকার্য্য অত্যন্ত ত্বরা সহকারে সম্পাদিত হওয়ায় অনেকগুলি বর্ণাশুদ্ধি ও পাঠাশুদ্ধি থাকিয়া গিয়াছে। সুধী পাঠকগণের অনায়াসেই উহা উপলব্ধ হইবে বলিয়া শুদ্ধিপত্র দেওয়া হইল না। কেবল কয়েকটি বিশিষ্ট পাঠাশুদ্ধিই উল্লিখিত হইল।

প্রকাশক।

পৃঃ	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	১৬	দত্তংময়াতব	ভূমাবপি বিশেন্নতং
৭ ও ৮	৫ ও ৯	ব্যাচষ্টে	ব্যাচষ্টে
১০	৭	প্রতিপাদিষু	প্রতিমাদিষু
১৯	৭	কোটিতীর্থ লাভ ভিন্ন	কোটিতীর্থ লাভেও
২২	১০	পুষ্কলো	পুকসো
২৭	৬	অপ্যমৃতীন্তে	অপ্যমৃতায়ন্তে
২৭	৭	সংসারাদর্প	সংসারসর্প
৩০	৫	খুল	খলু
৭২	২	ভক্ষ্যাম্ব	ভক্ষাণি
৭৮	৯	কর্পুর	কর্পূর্দ্ধ

বিজ্ঞাপনী।

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, তন্ত্র প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার শাস্ত্রীয় গ্রন্থে, কাশীতে দেহত্যাগ করিলে মুক্তি হয়, এ প্রমাণ পাওয়া যায়। স্কন্দ পুরাণের "কাশীখণ্ড" বলিয়া একটা পৃথক খণ্ড মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত গীতার ন্যায়, ভারতে প্রচলিত আছে। কাশীখণ্ড কাশীর মাহাত্ম্যে পূর্ণ থাকায়, আধুনিক নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে কাশীর মাহাত্ম্যের প্রমাণান্তর নাই মনে করিয়া এবং ঘোর পাষণ্ড পাপাচারী নর-নারীর মুক্তি হওয়া অসম্ভব মনে করিয়া ইহার প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করেন। কেহ কেহ বলেন কাশীখণ্ড ৭।৮ শত বৎসর মাত্র পূর্ব্বে প্রণীত এবং শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত কোন পণ্ডিতের রচিত। সেই সকল আত্মসম্ভাবিত কল্পনান্ধ লোকের সংশয় নিরাশ করণের জন্য বহুবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ এবং বিশেষতঃ "শ্রীকাশীবাক্য-রত্নাকর" প্রভৃতি সঙ্কলিত গ্রন্থের আশ্রয় লইয়া এই "কাশীবাক্যামৃত লহরী" পুস্তিকা খানি প্রকাশিত হইল। কাশী প্রভৃতি অঞ্চলের পণ্ডিতগণ মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডী বা সপ্তশতী ব্যতিরেকে, শাক্তপন্থী শাস্ত্র বা তন্ত্র বড় মানিতে চাহেন না, কিন্তু

বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণের অধিকাংশই শাক্ত এবং তন্ত্র বিশ্বাসী, সেই জন্য সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের উপযোগী করিবার উদ্দেশ্যে দেবী-ভাগবত ও তন্ত্রের বাক্যগুলিও ইহাতে উদ্ধৃত করা হইল।

আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে,—যুক্ত-প্রদেশের Executive Engineer স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল ভট্টাচার্য্য মহাশয় আস্থাবান্ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুদের মধ্যে বিতরণের জন্য এই পুস্তিকাখানির মুদ্রাঙ্কণ প্রভৃতির সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন এবং বহুতর তত্ত্বান্বেষী হিন্দুর নিকট এই ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচারে সহায়তা করিয়া অশেষ পুণ্যভাগী হইয়াছেন। ৺বিশ্বনাথ সর্ব্বতোভাবে তাঁহার মঙ্গল করিবেন।

আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ মহাশয় এই গ্রন্থের শাস্ত্রোদ্ধৃত বাক্যগুলির অনুবাদ করিয়া ও মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়া আমাদিগকে বিশেষ বাধিত করিয়াছেন, ৺বিশ্বনাথের নিকট তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা করি।

ইতি

৪নং ধ্রুবেশ্বর,
৺কাশীধাম।

সঙ্কলয়িতা—
শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।
রায় সাহেব।

৺শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বরায় নমঃ।

কাশীবাক্যামৃত-লহরী।

কাশীর সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলে, "কাশী" কাহাকে বলে, তাহাই সর্ব্বাগ্রে বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক হয়। "কাশতে—বিকাশতে ইতি কাশী" কাশী—বিকাশময় স্থান। জ্ঞান দ্বারাই বিকাশ হয় এবং সেই জ্ঞান চৈতন্যময়ের সান্নিধ্যেই উৎপন্ন হয়। নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একমাত্র ব্রহ্মই হইতেছেন চৈতন্যময়। কতকগুলি অচেতন বস্তুর সমাবেশে কোন কিছুরই উপলব্ধি হইতে পারে না, কাজেই সমস্তই অপ্রকাশিত থাকিয়া যায়। যেমন, কোন আলোকিত গৃহেও যদি চেতন কেহ না থাকেন, তাহা হইলে সেই গৃহস্থিত তৈজস-পত্রাদি আসবাব প্রভৃতির বিষয় কেহই জানিতে পারেন না, তাহা অপ্রকাশিতই থাকিয়া যায়; সেইরূপ চৈতন্যময়ের সান্নিধ্য ব্যতীত জগতে সত্য' মিথ্যা কোনরূপ জ্ঞানই উৎপন্ন হয় না, কাজেই কোন প্রকার প্রকাশ-ক্রিয়াও সম্পাদিত হয় না। মানুষের স্থূল

ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান সম্বন্ধে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—আত্মা, ইন্দ্রিয়, মন ও সেই সেই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু, এই চারিটীর সম্বন্ধ না হইলে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। মানবের স্থূল জ্ঞানের জন্যও চৈতন্যময় আত্মার সান্নিধ্য থাকা বিশেষ প্রয়োজন, জগতের সার সত্য বস্তু সেই পরম ব্রহ্মের জ্ঞানও সেই চৈতন্যময় দেব পরমব্রহ্মের সান্নিধ্যেই উৎপন্ন হয়। তাহার সান্নিধ্যেই সব প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই জন্যই শ্রুতি প্রভৃতিতে মানব-শরীরে চৈতন্যস্থান হৃদয়কেই অবিমুক্ত-ক্ষেত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সেইরূপ বহির্জগতেও চৈতন্যময় দেব পরমব্রহ্ম শিবের দ্বারা বিশেষরূপে অধিষ্ঠিত যে ক্ষেত্র, তাহাকেই "প্রকাশস্থান বা কাশী" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এখানে শঙ্করোপদেশের ফলে প্রাণান্তে প্রত্যেক জীবের নিকটই, সেই সত্যস্বরূপ পরম-ব্রহ্মের জ্ঞান প্রকাশ পায়, এই জন্যও ইহাকে কাশী নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। কাশী-পঞ্চক স্তোত্রে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যও ব্যাখান করিয়াছেন—"কাশ্যাং হি কাশতে কাশী, কাশী সর্ব্বপ্রকাশিকা।"

এই কাশীক্ষেত্রের অনেকগুলি নামান্তর আছে এবং ইহার প্রত্যেকটী নামই অন্বর্থ অর্থাৎ অর্থের অনুযায়ী। কাশীখণ্ডে কাশীর ছয়টী নামান্তর উল্লিখিত হইয়াছে, যথা—কাশী, অবিমুক্ত, বারাণসী, আনন্দ কানন, মহাশ্মশান ও

রুদ্রাবাস। এইরূপ অন্যান্য গ্রন্থে কাশীর আরও নামান্তর দেখিতে পাওয়া যায়। কাশীর নামান্তরগুলির মধ্যে—"কাশী" "অবিমুক্ত" ও "বারাণসী" এই নামত্রয়ই এই গ্রন্থে বাহুল্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই জন্য এই নাম কয়েকটীর বিষয়ে এখানে সংক্ষেপে কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে।

"কাশী" কাহাকে বলে, তাহা পূর্ব্বেই সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। কাশী নামটী সাধারণতঃ রামায়ণ মহাভারতাদি ঐতিহাসিক গ্রন্থে এবং পুরাণের উপাখ্যান ভাগে বাহুল্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই জন্য "কাশী" এই নামটীকে আমরা ঐতিহাসিক নাম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

বারাণসী—বরণা ও অসি এই নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ক্ষেত্রকে "বারাণসী ক্ষেত্র" বলা হইয়া থাকে। পুরাণে শিবের প্রতি কথিত হইয়াছে—"বরণা চাপ্যসিশ্চৈব দ্বে নদ্যৌ সুরবল্লভে। অন্তরালে তয়োঃ ক্ষেত্রং দত্তং ময়া তব॥" এইরূপ ভৌগলিক সংস্থান অনুসারে "বারাণসী" এই নামকরণ হইয়াছে, এই হেতু আমরা ইহাকে ভৌগলিক নাম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

অবিমুক্ত—পরমব্রহ্মদেব শঙ্কর যেস্থান কখনও পরিত্যাগ করেন না, তাহাকেই অবিমুক্তক্ষেত্র বলা হয়। পুরাণে

শঙ্করবাক্যে কথিত হইয়াছে—"বিমুক্তং ন ময়া যস্মাৎ মোক্ষ্যতে ন কদাচন। মহৎ ক্ষেত্রমিদং তস্মাৎ অবিমুক্তমিতি স্থিতম্॥" অর্থাৎ—এই মহৎ ক্ষেত্র আমি কখনও পরিত্যাগ করি নাই বা কখনও পরিত্যাগ করিব না, এই জন্য ইহার নাম অবিমুক্ত ক্ষেত্র হইয়াছে। শঙ্করের বাক্যান্তরে অবিমুক্তের অর্থ ভিন্নরূপে করা হইয়াছে। শিব বলিয়াছেন—'অবি' শব্দ বেদে "পাপ" বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সেই পাপ হইতে মুক্ত ও আমাদ্দারা সেবিত যে ক্ষেত্র, তাহাকেই অবিমুক্ত ক্ষেত্র বলা হয়।" শরীরান্তর্গত বরণা ও নাসীর মধ্যে অর্থাৎ ভ্রূ ও নাসিকার মধ্যে যে ক্ষেত্র প্রণব বা তারকব্রহ্মের স্থান, সেই স্থানকে অবিমুক্ত ক্ষেত্র বলে, ইহাই হইল আধ্যাত্মিক নাম।

কাশীর মাহাত্ম্যকে সাধারণতঃ চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—১। কাশীক্ষেত্রে মৃত্যুফল বা মুক্তি। ২। কাশী নামের ফল। ৩। কাশী দর্শনের ও কাশীক্ষেত্রে প্রবেশের ফল। ৪। কিয়ৎকাল কাশীবাসের ফল।

প্রথম লহরী।

কাশীর মাহাত্ম্যের কথা স্মরণ করিতে গেলেই, ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাহাত্ম্য—মুক্তির কথা আসিয়া আমাদের

স্মরণপথে সমুদিত হয়। মুক্তিলাভ এ সংসারে বড়ই দুর্লভ জিনিষ। এই মুক্তির পন্থা নির্দ্দেশ করিবার জন্যই যোগ শাস্ত্র ও দর্শন শাস্ত্র সমূহের যাবতীয় উপদেশ। এক কথায় বলিতে গেলে, পাপপুণ্যাতীত ক্ষীণকর্ম্মা ব্যক্তিই জ্ঞানোদয়ে মুক্তিলাভের অধিকারী হইয়া থাকেন। জগতে সমস্ত জীবেরই যত কিছু প্রচেষ্টা, তাহার একমাত্র লক্ষ্য হইতেছে—সুখলাভ বা দুঃখ-নিবৃত্তি। কিন্তু সংসারে নিরবচ্ছিন্ন সুখ-লাভ আদৌ সম্ভবই হয় না। সাংসারিক প্রচেষ্টায় ক্ষণিক আংশিক সুখলাভের পর অথবা সঙ্গে সঙ্গেই আবার দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়। নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি একমাত্র মুক্তিতেই লাভ করা যায়। এই মুক্তি-লাভ আবার কঠোর সাধনা সাপেক্ষ। কিন্তু কাশীক্ষেত্রের এমনই মাহাত্ম্য যে, এখানে মুক্তিলাভের জন্য কোনও প্রকার সাধনারই প্রয়োজন হয় না—এখানে মৃত্যু হইলেই পাপীই হউক আর পুণ্যবান্‌ই হউক, জ্ঞানীই হউক আর অজ্ঞানই হউক, সকলেই মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। মুক্তি অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম-নিবৃত্তি কাশীমৃত্যুর অব্যভিচারী ফল। অযোধ্যা, মথুরা, মায়া ইত্যাদি সপ্ত স্থানই মুক্তিদায়িকা। প্রয়াগও মুক্তিক্ষেত্র এবং শ্রীক্ষেত্রেও মৃত্যু হইলে তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ হয়, একথা শাস্ত্রে পাওয়া যায়, কিন্তু কাশীমৃত্যুজনিত মুক্তির বৈশিষ্ট্য আছে। অন্যত্র মুক্তিতে পুনরাবৃত্তি হইতে পারে,

যথা—জয়-বিজয়ের পতন। কাশীতে নির্ব্বাণ বা কৈবল্য মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। কারণ—শিবোপদেশে জ্ঞান লাভ হওয়াতেই এখানে মুক্তি লাভ হয়। নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ হইলে আর পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা কিরূপে থাকিবে?

কাশীতে অন্যান্য যে সকল ফল লাভ করা যায়, সেগুলিকে অবান্তর ফল এবং মৃত্যুফল বা মুক্তিকেই মুখ্যফল বলা যায়। এজন্য এই প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা কাশীমৃত্যুফল সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় গ্রন্থ সমূহে কিরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

হিন্দুগণ যাহাকে শাশ্বত গ্রন্থ বলিয়া পরম শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, সেই বেদের দুইটী ভাগ আছে—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ডের গ্রন্থগুলি ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত এবং জ্ঞানকাণ্ডের গ্রন্থ সমূহকে উপনিষদ্ বলা হইয়া থাকে। সেই উপনিষদ্ সমূহের মধ্যে জাবালোপনিষদে কাশীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

"অথৈনমত্রিঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যং য এষোঽব্যক্তোঽনন্তরাত্মা তং কথং বিজানীয়ামিতি স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ সোঽবিমুক্ত উপাস্যো য এষোঽনন্তরাত্মা সোঽবিমুক্তে প্রতিষ্ঠিতঃ। সোঽবিমুক্তঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি কা বরণা কা চ নাসীতি। সর্ব্বান্

ইন্দ্রিয়কৃতান্ পাপান্ বারয়তি তেন বরণা, সর্ব্বান্ ইন্দ্রিয়কৃতান্ পাপান্ নাশয়তি তেন নাসীতি, অবিমুক্তো দেবানাং দেবযজনম্ সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনং। অত্র হি জন্তোঃ প্রাণেষূৎক্রমমাণেষু রুদ্রস্তারকং ব্রহ্ম ব্যচষ্টে যেনামৃতীভূত্বা মোক্ষী ভবতি।”

অনন্তর এই যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিকে অত্রি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—এই যে অব্যক্ত অন্তরাত্মা তাঁহাকে কি প্রকারে জানিব? তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—সেই অবিমুক্তেরই উপাসনা করিবে, এই যে অন্তরাত্মা তিনি অবিমুক্তে প্রতিষ্ঠিত। অত্রি পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—সেই অবিমুক্ত কোথায় প্রতিষ্ঠিত এবং বরণা বা কি আর নাসীই বা কি? তদুত্তরে ঋষি বলিলেন—ইন্দ্রিয়কৃত সমস্ত পাপ নিবারণ করে বলিয়া বরণা এই নাম হইয়াছে এবং ইন্দ্রিয়কৃত সমস্ত পাপ নাশ করে বলিয়া নাসী এই নাম হইয়াছে। অবিমুক্ত দেবতাদিগের দেবযজ্ঞাশ্রয় এবং সর্ব্বপ্রাণীর ব্রহ্মস্থান। এই অবিমুক্তক্ষেত্রে প্রাণিসকলের প্রাণ যখন উৎক্রান্ত অর্থাৎ বহির্গত হয়, তখন রুদ্র তারকব্রহ্ম মন্ত্র প্রদান করেন। সেই তারকব্রহ্ম মন্ত্র লাভে জীব অমৃতত্ব লাভ করিয়া মোক্ষভাগী হয়।

তারসারোপনিষদেও ঠিক এই ভাবের কথা দেখিতে পাইতেছি ; যথা—

"বৃহস্পতিরুবাচ যাজ্ঞবল্ক্যং যদনু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনং। তস্মাৎ যত্র ক্বচন গচ্ছেৎ তদেব মন্যেতেতি। ইদং বৈ কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনং। অবিমুক্তং বৈ কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনং। অত্র হি জন্তোঃ প্রাণেষূৎক্রমমানেষু রুদ্রস্তারকং ব্রহ্ম ব্যচষ্টে যেনাসাবমৃতীভূত্বা মোক্ষীভবতি। তস্মাৎ অবিমুক্তমেব নিষেবেত, অবিমুক্তং ন বিমুঞ্চেৎ।"

যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিকে বৃহস্পতি বলিলেন—কুরুক্ষেত্র দেবতাদিগের দেবযজ্ঞ স্থান এবং সমস্ত প্রাণীর ব্রহ্মক্ষেত্র। সেই জন্য যে কোন স্থানে যাউক না কেন, সেই কুরুক্ষেত্রকেই মনে করিবে। এই যে কুরুক্ষেত্র দেবতাদিগের দেবযজ্ঞস্থান, সমস্ত প্রাণীর ব্রহ্মক্ষেত্র, অবিমুক্তই হইতেছে সেই কুরুক্ষেত্র এবং দেবতাদিগের দেবযজ্ঞস্থান ও সমস্ত প্রাণীর ব্রহ্মক্ষেত্র। এখানে প্রাণীর প্রাণ বহির্গত হইবার সময় রুদ্র তারকব্রহ্ম মন্ত্র প্রদান করেন, তাহার ফলে সেই জন্তু অমৃতত্ব প্রাপ্ত

হইয়া মোক্ষ লাভ করে। এই জন্য অবিমুক্তক্ষেত্রকেই আশ্রয় করিবে, অবিমুক্তক্ষেত্র পরিত্যাগ করিবে না।

মুক্তিকোপনিষদে শ্রীরামচন্দ্রের বাক্যে কাশীমৃত্যুতে মোক্ষলাভের কথা বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

"কাশ্যাস্তু ব্রহ্মনালেঽস্মিন্ মৃতো মন্তারমাপ্নুয়াৎ।
পুনরাবৃত্তিরহিতাং মুক্তিমাপ্নোতি মানবঃ।
যত্র কুত্রাপি বা কাশ্যাং মরণে স মহেশ্বরঃ॥
জন্তোর্দক্ষিণকর্ণে তু মন্তারং সমুপদিশেৎ।
নির্ধূতাশেষ-পাপৌঘো মৎস্বারূপ্যং ভজত্যয়ং॥"

অর্থাৎ—কাশীতে এই ব্রহ্মনালে মৃত্যু হইলে মনুষ্য আমার তারক মন্ত্র লাভ করিয়া পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধ বিরহিত মুক্তি লাভ করে। কাশীক্ষেত্রের মধ্যে যেখানে কেন না মৃত্যু হউক, মৃত্যু সময়ে সেই মহেশ্বর জন্তুর দক্ষিণ কর্ণে আমার তারক মন্ত্র প্রদান করিয়া থাকেন। তাহার ফলে সেই জন্তু অশেষ পাপরাশি হইতে বিমুক্ত হইয়া আমার স্বারূপ্য মুক্তি লাভ করে।

রামোত্তর তাপনীয়োপনিষদে কথিত হইয়াছে—

"শ্রীরামচন্দ্রস্য মন্তুং জজাপ বৃষভধ্বজঃ মন্বন্তর সহস্রৈস্তু জপহোমার্চ্চনাদিভিঃ। প্রসন্নো ভগবান্ শ্রীরামঃ প্রাহ শঙ্করং। বৃণীষ্ব যদভীষ্টং তে দাস্যামি

পরমেশ্বর। স হোবাচ মণিকর্ণ্যাং মমক্ষেত্রে গঙ্গায়াং চান্তরে পুনঃ ম্রিয়তে দেহি তজ্জন্তোর্মোক্ষং নাতো বরান্তরম্। অথ স হোবাচ শ্রীরামঃ—
ক্ষেত্রেঽত্র তব দেবেশ যত্র কুত্রাপি বা মৃতাঃ।
কৃমিকীটদেয়োঽপ্যত্র মুক্তাঃ সন্তু ন চান্যথা।
অবিমুক্তে তব ক্ষেত্রে সর্ব্বেষাং মুক্তিসিদ্ধয়ে। অহং সন্নিহিতাস্তত্র পাষাণপ্রতিপাদিষু। ক্ষেত্রেঽস্মিন্ যোঽর্চ্চয়েদ্ ভক্ত্যা মন্ত্রেণানেন মে শিব।
ব্রহ্মহত্যাদি পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥"

মহাদেব জপ, হোম পূজাদিপূর্ব্বক এক সহস্র মন্বন্তর পর্য্যন্ত শ্রীরামচন্দ্রের মন্ত্র জপ করিয়াছিলেন। তাহাতে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র প্রসন্ন হইয়া শঙ্করকে বলিলেন—হে মহেশ্বর, তুমি বর প্রার্থনা কর। আমি তোমাকে তোমার অভিলষিত বর প্রদান করিব। শঙ্কর বলিলেন—আমার ক্ষেত্রে মণিকর্ণিকায় অথবা গঙ্গায় যে প্রাণীর মৃত্যু হইবে, তাহার মোক্ষ লাভ হয়, ইহাই প্রার্থনা করি, অন্য বরে আমার প্রয়োজন নাই। শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন—হে দেবেশ, তোমার ক্ষেত্রে যেখানে কেন না প্রাণীর মৃত্যু হউক, সর্ব্বত্রই সকলেই মুক্তি লাভ করিবে। এমন কি কৃমি, কীটাদি পর্য্যন্তও মুক্তিলাভে বঞ্চিত হইবে না। তোমার অবিমুক্ত

ক্ষেত্রে সমস্ত প্রাণীর মুক্তিসিদ্ধির জন্য আমি পাষাণ প্রতিমা-দিতে নিত্য সন্নিহিত থাকিব। এই ক্ষেত্রে এই মন্ত্রে যে ভক্তির সহিত অর্চ্চনা করিবে, তাহাকে আমি ব্রহ্মহত্যাদি পাপ হইতেও মুক্ত করিব, সে জন্য কোন চিন্তা করিবে না।

এপর্য্যন্ত কয়েকখানি উপনিষদ হইতে কাশীমৃত্যুতে পরমার্থসিদ্ধি সূচক মহাবাক্য পাঠকদিগের সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে। অতঃপর সংহিতা, পুরাণ, ইতিহাস ও তন্ত্র হইতে কাশীর মাহাত্ম্যপ্রকাশক কতকগুলি বচন উদ্ধৃত করিয়া আমরা পাঠক পাঠিকাগণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব যে,—অতি প্রাচীনতম ও নিত্য গ্রন্থ শ্রুতি হইতে আরম্ভ করিয়া হিন্দুগণের আচার ব্যবহারের নিয়ামক ধর্ম্ম-সংহিতা এবং ধর্ম্মোপদেশক গ্রন্থ পুরাণ এবং হিন্দুধর্ম্মের গূঢ়তম রহস্যময় তন্ত্র প্রভৃতিতে, এই কাশীক্ষেত্রের মহিমা কিরূপ উচ্চভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

পরাশর সংহিতায় কাশীক্ষেত্রের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"অত্রৈব মরণং সম্যক্ যস্য সিদ্ধতি দেহিনঃ।
বিজ্ঞান-সাধনং তেন সর্ব্বং পূর্ব্বমনুষ্ঠিতং॥"

এই কাশীক্ষেত্রে যাঁহার মৃত্যু সুসম্পন্ন হয়, তাঁহাদ্বারা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানের সাধনা পূর্ব্বেই অনুষ্ঠিত হইয়াই ছিল, বলিতে হইবে, অর্থাৎ—সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সাধনা সুফল হইলে

যে নির্ব্বাণরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই কাশীক্ষেত্রে মৃত্যু হইলেও সেই মোক্ষরূপ ফল লাভ করা যায়।

শঙ্খ-স্মৃতিতে কথিত হইয়াছে—

" বারাণস্যাং কুরুক্ষেত্রে ভৃগুতুঙ্গে হিমালয়ে।
সপ্তবেণ্যৃষি কূপে চ তদপ্যক্ষয়মুচ্যতে॥"

বারাণসী, কুরুক্ষেত্র, হিমালয়ের ভৃগুতীর্থ, সপ্তবেণী ও সপ্তর্ষিকুণ্ডে যে কিছু সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাই অক্ষয়তা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সনৎকুমার সংহিতায় কীর্ত্তিত হইয়াছে—

" যোগোঽত্র নিদ্রা ক্রতবঃ প্রচারাঃ
স্বেচ্ছাশনং দেবি মহানিবেদ্যম্।
লীলাত্মনো দেবি পবিত্র দানং
জপঃ প্রজল্পঃ শয়নং প্রণামঃ॥

ইদং কলিযুগং ঘোরং সম্প্রাপ্তং পাণ্ডুনন্দন।
গতিমন্যাং ন পশ্যামি মুক্ত্বা বারণসীং পুরীম্॥
জপধ্যান-বিহীনানাং জ্ঞান-বিজ্ঞন-বর্জ্জিনাম্।
তপস্যুৎসাহহীনানাং গতির্বারাণসী নৃণাং॥
যে কাশ্যাং সংশয়াবিষ্টা মুক্তৌ তেষাং শরীরিণাং।
প্রাণপ্রয়াণসময়ে প্রমাণং পরমেশ্বরঃ॥"

হে দেবি! এখানে যোগ হইতেছে নিদ্রা, যজ্ঞ হইতেছে মাহাত্ম্য প্রচার, স্বেচ্ছানুসারে ভোজনই হইতেছে মহানৈবেদ্য, আত্মলীলাই হইতেছে পবিত্র দান, জল্পনাই হইতেছে জপ এবং শয়নই হইতেছে প্রণাম। অর্থাৎ এখানে যোগ, যজ্ঞ, নৈবেদ্য, দান, জপ, প্রণাম প্রভৃতি কিছুরই আবশ্যক নাই, এই কাশীক্ষেত্রের মাহাত্ম্যেই কাশীস্থ সকলেরই পরমার্থসিদ্ধি হইবে। হে পাণ্ডুনন্দন, এই যে ঘোর কলিযুগ উপস্থিত, এ সময়ে একমাত্র বারাণসীপুরী ভিন্ন আর কোন গতি নাই। জপ ধ্যান বিরহিত, জ্ঞান বিজ্ঞান বির্জ্জিত এবং তপস্যায় উৎসাহহীন মনুষ্যদিগের একমাত্র গতি হইতেছে বারাণসী। যাহারা কাশীর প্রতি সংশয়াপন্ন পরমেশ্বর সেই সমস্ত মনুষ্যদিগের মুক্তি প্রদান করিয়া, তাহাদিগের মৃত্যু সময়ে, তাহাদিগের নিকট কাশীর মাহাত্ম্য প্রমাণ করিয়া থাকেন।

কাশীক্ষেত্রে পাপানুষ্ঠানে নিরত মনুষ্যদিগের পক্ষেও কাশীতে দেহ ত্যাগ হইলে আর জন্মমৃত্যু ক্লেশ সহন করিতে হয় না; এসম্বন্ধে সনৎকুমার সংহিতায় স্থানান্তরে উক্ত হইয়াছে—

অত্রৈব পাপৈঃ স চেন্মৃতোঽসৌ
ন জন্মমৃত্যু লভতে ত্ববশ্যম্।

কালেন মে যামগণৈঃ ফলেষু
নিয়োজিতস্তৎ সকলং প্রযুজ্য।
অল্পেন কালেন সমস্তমেব
সার্থং পুরারুদ্র-পিশাচরূপৈঃ
পিশাচযোনেরপি মুক্তিমেতি ॥

এই কাশীধামে পাপাচরণ করিয়াও যদি কেহ কাশীতেই মৃত্যুলাভ করে, তাহা হইলেও তাহাকে আর জন্মমৃত্যু-কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। কালভৈরবের নির্দ্দেশে শিবগণ দ্বারা নিয়োজিত হইয়া সে রুদ্রপিশাচ রূপে সেই পাপ-কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে থাকে। অল্পকালেই রুদ্রপিশাচ-রূপে সমস্ত ফল ভোগ করিয়া শঙ্করানুগ্রহে ব্রহ্মোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া পিশাচ যোনি হইতেও মুক্তি লাভ করে।

সনৎকুমার সংহিতায় একস্থানে কাশীকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে—

"কাশি শ্রীমতি সর্ব্বকর্ম্মশমনী স্বাভাবিকী কাচন।
প্রত্যক্ষং তব শক্তিরস্তি মহতী মাতর্মহীমণ্ডলে ॥
যৎ সর্ব্বত্র সদা বসন্নপি শিবস্ত্বয্যেব লব্ধাস্পদঃ।
বিশ্বং তারয়তে বিশেষবিমুখঃ পারং ভবাম্ভোনিধেঃ।"

হে শ্রীমতি কাশি! এই ভূমণ্ডলে তোমার সর্ব্ব-কর্ম্ম প্রশমনকারিণী কি যে প্রত্যক্ষ ও মহতী স্বাভাবিকী শক্তি

বিদ্যমান রহিয়াছে! যে শক্তির জন্য, ত্রিলোকময় সর্ব্বত্র বিদ্যমান বিশ্বেশ্বর তোমাকেই আশ্রয় করিয়া বিশ্বস্থিত প্রাণিগণকে পরিত্রাণ করেন এবং সে জন্য তাহাদিগের জাতিকর্ম্মাদি পার্থক্যের জন্য কাহারও বিষয়ে কোনরূপ ভেদ করেন না। অর্থাৎ তোমারই অচিন্তনীয় শক্তির জন্য বিশ্বেশ্বর আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ, এমন কি কীট-পিপীলিকা-দিগকেও কাশীমৃত্যুতে নির্ব্বাণ মুক্তি প্রদান করেন।

অন্যান্য অনেক সংহিতায় কাশীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে এইরূপ নানা উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই ত' গেল সংহিতার কথা, এখন এসম্বন্ধে পুরাণে কিরূপ বর্ণিত হইয়াছে দেখা যাউক।

"মৎস্য পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, শিব পার্ব্বতীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"বারাণসী তু ভুবনত্রয়সারভূতা
রম্যা সদা মম পুরী গিরিরাজপুত্রি।
অত্রাগতা বিবিধদুষ্কৃতকারিণোঽপি
পাপক্ষয়ে বিরজসঃ প্রতিভান্তি সর্ব্বে॥
ইদং গুহ্যতমং ক্ষেত্রং সদা বারাণসী মম।
সর্ব্বেষামেব জন্তূনাং হেতুর্মোক্ষস্য সর্ব্বদা॥"

হে গিরিরাজ-পুত্রি! আমার বারাণসী পুরী, ত্রিভুবনের সারভূতা এবং সর্ব্বদা রমণীয়। নানা প্রকার পাপ

কর্ম্মের আচরণকারী ব্যক্তিগণও এখানে আসিলে পাপক্ষয়ে নির্ম্মল হইয়া নিষ্পাপ ব্যক্তিগণের সমান শোভা পায়। আমার এই গুহ্যতম ক্ষেত্র বারাণসীকে সর্ব্বদা সকল জন্তুর মোক্ষলাভের হেতু বলিয়া জানিবে।

মৎস্যপুরাণে স্থানান্তরে কথিত হইয়াছে—

"প্রয়াগাদপি তীর্থৌঘাদিদমেব মহৎস্মৃতম্।
অল্পায়াসেন চৈবাত্র মোক্ষপ্রাপ্তিঃ প্রজায়তে॥
নানাবর্ণ-বিবর্ণাশ্চ চাণ্ডালা যে জুগুপ্সিতা।
কিল্বিষৈঃ পূর্ণদেহাশ্চ প্রকৃষ্টাঃ পাতকৈস্তথা॥"

প্রয়াগাদি অন্যান্য তীর্থ সমূহ হইতেও এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রই শ্রেষ্ঠ। যেহেতু ব্রাহ্মণাদি নানা বর্ণের লোক, এবং যাহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত—এমন কি নিন্দিত চাণ্ডাল জাতি ও পাপভাবে যাহাদের শরীর পরিপূর্ণ এবং যাহারা মহাপতক সমূহের আচরণ করে, তাহাদিগের পক্ষেও এখানে অল্পায়াসেই মোক্ষ লাভ ঘটিয়া থাকে।

মৎস্যপুরাণের আর এক স্থানে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষিত হইয়াছে—

"দৃষ্ট্বা কলিযুগং ঘোরং হাহা ভূতমচেতনম্।
যেঽবিমুক্তং ন বিমুঞ্চন্তি কৃতার্থাস্তে নরা ভুবি॥"

এই ঘোর পাপকর্ম্ম পূর্ণ কলিযুগ এবং প্রাণিসমূহের অচৈতন্যের বিষয় অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞান রাহিত্যের বিষয় বিবেচনা

করিয়া দেখিলে বলিতে হইবে যে,—যাঁহারা অবিমুক্তক্ষেত্র পরিত্যাগ না করেন, তাঁহারাই এই ভূমণ্ডলে কৃতার্থ।

স্কন্দপুরাণে শিববাক্যে বর্ণিত হইয়াছে—

"ব্রহ্মঘ্ন-গোঘ্ন-গুরুতল্পগ-ভিন্নকৃত্য-
ন্যাসাপহারি-কুহকাদিনিষিদ্ধবৃত্তিঃ।
সংসারভূত-দৃঢ়পাশ-বিমুক্তদেহো
বারাণসীং মম পুরীং সমবৈতি লোকঃ।
ক্ষেত্রং মমেদং সুরসিদ্ধজুষ্টং
সম্প্রাপ্য মর্ত্ত্যঃ সুকৃতপ্রভাবাৎ।
খ্যাতো ভবেৎ সর্ব্বসুরাসুরাণাং
মৃতশ্চ যায়াৎ পরমং পদং সঃ॥
ক্ষেত্রেঽস্মিন্ বসন্তি যে সুকৃতিনো ভক্ত্যা সদা মানবাঃ,
পশ্যন্তোঽন্বহমাদরেণ শুচয়ঃ সন্তঃ সদাঽমৎসরাঃ।
তে মর্ত্ত্যা ভয়দুঃখপাশরহিতাঃ সংশুদ্ধকর্ম্মক্রিয়াঃ,
হিত্বা সম্ভব-বন্ধ-জালগহনং বিদন্তি মোক্ষং পরম্॥"

ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, গুরুপত্নী-গমন, ভেদ সম্পাদন, ন্যাসাপহরণ, ছলনা প্রভৃতি নিষিদ্ধকার্য্য-নিরত লোকও যদি আমার বারাণসী পুরীতে আগমন করে, তবে সেও সংসাররূপ দৃঢ়রজ্জুবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ সেও মোক্ষ লাভ করিতে পারে—তাহাকেও আর পুনর্জ্জন্ম

গ্রহণ করিতে হয় না। মনুষ্য পুণ্যপ্রভাবেই দেবতা ও সিদ্ধগণ-সেবিত আমার এই কাশীক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত সুরাসুরগণের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং মৃত্যুর পর পরমপদ অর্থাৎ নির্ব্বাণমুক্তি প্রাপ্ত হয়। যে সকল পুণ্যকর্ম্মা মনুষ্যগণ নিত্য আদরের সহিত আমাকে দর্শন করিয়া, মাৎসর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক পবিত্র ভাবে, ভক্তির সহিত, সদা এই ক্ষেত্রে বাস করেন, সেই সকল পবিত্রকর্ম্মা শুদ্ধাচারী নরগণ ভয়দুঃখ-বন্ধন হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়া, পুনর্জ্জন্মের দুস্তর বন্ধনজাল ছেদন করিয়া সেই শ্রেষ্ঠ বস্তু মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন।

এই স্কন্দপুরাণেই একস্থানে কথিত হইয়াছে—

"পঞ্চক্রোশান্তরে রাজন্ ব্রহ্মহত্যা ন সর্পতি।"

হে রাজন্! এই কাশীর পঞ্চক্রোশের মধ্যে ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ প্রবেশ লাভ করিতে পারে না।

স্কন্দপুরাণে স্থানান্তরে বিঘোষিত হইয়াছে—

"কৃত্বা পাপসহস্রানি পিশাচত্বং বরং নৃনাং।
অপি শক্রসমং রাজ্যং নতু বারাণসীং বিনা॥
তস্মাৎ সংসেবনীয়ং বৈ অবিমুক্তং বিমুক্তয়ে।
অন্যানি তু পবিত্রাণি কাশীপ্রাপ্তিকরাণি বৈ॥
কাশীং প্রাপ্য বিমুচ্যেত নান্যথা তীর্থকোটিভিঃ॥

কাশীবাস কালে সহস্র পাপকর্ম্ম করিয়া যদি পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়, তাহাও ভাল, কিন্তু কাশী ব্যতিরেকে ইন্দ্রের রাজ্যের তুল্য রাজ্য উপভোগ করাও বাঞ্ছনীয় নহে। অতএব মুক্তিলাভের জন্য অবিমুক্ত ক্ষেত্রেরই আশ্রয় গ্রহণ করিবে এবং অন্যান্য যে সমস্ত ভাব কাশীপ্রাপ্তি জনক, সেই সকল পবিত্রভাবের সেবা করিবে। কাশীতে আগমন করিয়া কোটিতীর্থ লাভ ভিন্ন কাশীপরিত্যাগ করিবে না।

স্কন্দপুরাণের হিমবৎখণ্ডে দেখিতে পাই, পার্ব্বতীর প্রতি শিব বলিতেছেন—

"কাশ্যাং শবঃ শিবঃ সাক্ষাৎ কা কথা জীবতঃ প্রিয়ে।
শব-সংস্পর্শমাত্রেণ চাণ্ডালোঽপি শিবো ভবেৎ॥"

কাশীতে অবস্থিত শবও সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ, হে প্রিয়ে! জীবিত প্রাণিগণের কথা আর কি বলিব? এখানে শবকে স্পর্শ করিবামাত্রই চাণ্ডালও শিব তুল্য হয়।

লিঙ্গপুরাণে কথিত হইয়াছে—

"মেরুমন্দর-মাত্রোঽপি রাশিঃ পাপস্য কর্ম্মণঃ।
অবিমুক্তং সমাসাদ্য তৎক্ষণাৎ ব্রজতি ক্ষয়ং॥"

মেরু মন্দর পর্ব্বত প্রমাণ রাশীকৃত পাপকর্ম্ম, অবিমুক্ত ক্ষেত্রকে প্রাপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

লিঙ্গপুরাণের স্থানান্তরে দেখিতে পাই, কাশীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শিব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন—

"সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং ত্রিসত্যং নান্যতঃ শুভে।
শীঘ্রং তত্রৈব সংযাতু যদীচ্ছেন্মামকং পদং ॥"

হে শুভে! আমি সত্য সত্য, ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি—যদি কেহ আমার পদ লাভ করিতে ইচ্ছা করে, তবে সে শীঘ্র সেখানেই (কাশীতে) গমন করুক, অর্থাৎ কাশীতে যাইয়া মৃত্যু হইলে শিবত্ব লাভ করিবে। শিবত্ব লাভের আর অন্য উপায় নাই।

লিঙ্গপুরাণের স্থানান্তরে তারস্বরে বিঘোষিত হইয়াছে—

"নাবিমুক্তে নরঃ কশ্চিন্ নরকং যাতি কিল্বিষী।
ঈশ্বরানুগ্রহিতা হি সর্ব্বে যান্তি পরাং গতিম্ ॥
অবিমুক্তং নিষেবেত সংসারভয়-মোচনম্।
ভোগমোক্ষপ্রদং দিব্যং বহুপাপ-বিনাশনম্ ॥"

অবিমুক্ত ক্ষেত্রে অবস্থিত কোন পাপী ব্যক্তিও নরক-ভোগ করে না, পরমেশ্বর মহাদেবের অনুগ্রহে সকলেই পরমা গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইজন্য সংসারভয় নিবারক, পাপরাশি বিনাশক, ভোগমোক্ষপ্রদ দিব্য অবিমুক্ত ক্ষেত্রে বাস করা উচিত।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে কথিত হইয়াছে—

"মোক্ষং চ দুর্লভং মত্বা সংসারং চাতিভীষণম্।
অবিমুক্তং সমাসাদ্য তত্রৈব নিধনং ব্রজেৎ ॥"

এই সংসার অতিভীষণ এবং এই সংসার যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ—একমাত্র মোক্ষ প্রাপ্তিতেই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু সেই মোক্ষ প্রাপ্তি অত্যন্ত দুর্লভ। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া অবিমুক্তক্ষেত্রে আশ্রয় লইবে এবং সেখানেই দেহত্যাগ করিবে। অর্থাৎ কাশীতে মৃত্যু হইলে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর জন্মমৃত্যুক্লেশ নিবারক এবং অতি দুর্লভ মোক্ষগতি সহজেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে—

"তীর্থান্তরাণি ক্ষেত্রাণি বিষ্ণুভক্তিশ্চ নারদ।
অন্তঃকরণসংশুদ্ধিং জনয়ন্তি ন সংশয়ঃ॥
রথ্যান্তরে মূত্রপুরীষমধ্যে চণ্ডালবেশ্মন্যথবা শ্মশানে।
ইহাবসানে লভতে চ মোক্ষং কৃতপ্রযত্নোঽপ্যকৃত-
[প্রযত্নঃ॥"

হে নারদ! অন্যান্য তীর্থক্ষেত্র সমূহ আর বিষ্ণু-ভক্তি' এই সমস্ত দ্বারা অন্তঃকরণের সংশুদ্ধি সম্পাদন হইয়া থাকে, ইহাতে সংশয় নাই। কিন্তু এখানে (কাশীতে) পথি মধ্যেই হউক আর চণ্ডাল-গৃহেই হউক অথবা শ্মশানেই হউক, যেখানেই কেন না দেহাবসান ঘটিবে, তাহাতেই প্রাণিগণ মোক্ষ লাভ করিবে; তাহাতে সে মোক্ষলাভের অভিপ্রায়ে মনঃশুদ্ধি প্রভৃতি চেষ্টা করুক আর নাই করুক!

পদ্মপুরাণে স্থানান্তরে কথিত হইয়াছে—

"ধার্ম্মিকশ্চেদৃণগ্রস্তো ম্রিয়েতাত্র প্রমাদতঃ।
দদাতি দ্বিগুণং তস্মৈ ঋণী তস্য চ শঙ্করঃ॥

ধার্ম্মিক ব্যক্তি যদি প্রমাদ বশতঃ ঋণ পরিশোধ না করিয়া ঋণগ্রস্ত অবস্থায়ই এখানে দেহত্যাগ করে, তাহা হইলে শঙ্কর তাহার সেই ঋণভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়া উত্তমর্ণকে দ্বিগুণ প্রদান করিয়া থাকেন।

পদ্মপুরাণের আর একস্থানে বিঘোষিত হইয়াছে—

"গণয়তি ন কথঞ্চিৎ শঙ্করঃ কাশিকায়াং
অয়মিহ মম ভক্তো ব্রাহ্মণঃ পুক্কলো বা।
উপদিশতি সদান্তে বাক্যমেকান্তনিষ্ঠং,
দ্বিজকুলনিরপেক্ষং ভাব্য তত্রাধিকারম্॥
পুমাংসং ক্ষীণকলুষং শঙ্করস্তারকং বচঃ।
শ্রাবয়ামাস বিধিবৎ সম্পাদ্যাধিকৃতিং পরাম্॥"

এ ব্যক্তি আমার ভক্ত, এব্যক্তি ব্রাহ্মণ আর ঐ চণ্ডাল, শঙ্কর কাশীক্ষেত্রে এ সমস্ত বিষয়ে কিছুই গণনা করেন না। সকলেরই মৃত্যুকালে সেই একান্তনিষ্ঠ বাক্য অর্থাৎ ব্রহ্মবাক্য উপদেশ করেন,—সেখানে দ্বিজকুল নিরপেক্ষ অধিকার প্রতিষ্ঠিত আছে। (কাশী গমন বা কাশীবাস হেতু) নিষ্পাপ পুরুষকে তাহার পরম অধিকার নির্ব্বাণ গতি

সম্পাদন করিয়া শঙ্কর তারকব্রহ্ম বাক্য শ্রবণ করাইয়া থাকেন।

এই পদ্মপুরাণের স্থানান্তরে আবার দেখিতেছি—

"কাশ্যাং যোগো ন দুষ্প্রাপ্য কাশ্যাং মুক্তির্ন দুর্লভা।
ততোঽনিশং নিষেবেত কাশীং মোক্ষাপ্তয়ে নরঃ॥"

কাশীতে যোগসাধনা দুঃসাধ্য নয় এবং কাশীতে মুক্তিও দুর্লভ নয়। এইজন্য মনুষ্য মোক্ষপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় নিরন্তর কাশীতে বাস করিবে।

পদ্মপুরাণের স্থানান্তরে কথিত হইয়াছে—

"কাশ্যাং তিষ্ঠন্তি যে কেচিৎ তান্ পশ্যন্তি সুরোত্তমাঃ।
চতুর্ভুজাংস্ত্রিনয়নান্ গঙ্গোদ্ভাষিত-মূর্দ্ধজান্॥
অবিমুক্তে তু যস্তিষ্ঠেদাকলেবর-পাতনাৎ।
তং বিশ্বেশোঽত্র জীবিতং মৃতং চ পরিরক্ষতি॥"

যাঁহারা কাশীতে অবস্থান করেন, দেবশ্রেষ্ঠগণ তাঁহাদিগকে চতুর্ভুজ, ত্রিনয়ন ও গঙ্গাদ্বারা-উদ্ভাষিত মৌলি-বিশিষ্ট দেখিয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহাদিগকে শিবস্বরূপ দেখিয়া থাকেন। যিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই অবিমুক্তক্ষেত্রে বাস করেন, তিনি যতদিন জীবিত থাকেন, ততদিন ত' বিশ্বেশ্বর তাঁহাকে রক্ষা করিয়াই থাকেন এবং মৃত্যুর পরেও তাঁহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন অর্থাৎ যাহাতে তিনি মৃত্যুর পরে

পরমাগতি লাভ করিতে পারেন—কোন প্রকার দুর্গতি প্রাপ্ত হইতে না হয় তাহারও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

পদ্মপুরাণের আরও এক স্থানে কাশীর সর্ব্বপাপ-বিনাশিনী শক্তির একটা প্রত্যক্ষ ও লৌকিক নিদর্শন প্রদর্শিত হইয়াছে। রাজা ভুরিদ্যুম্ন যখন পাপভারে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে শাঙ্কলায়ন বলিতেছেন—

"কাশীং গচ্ছ মহারাজ সর্ব্বপাপপ্রণোদিনীম্।
তাং প্রাপ্য সকলাং পাপং ক্ষপয়িষ্যসি সর্ব্বথা॥
প্রত্যয়ার্থং চ রাজেন্দ্র নীলিনীচয়-সম্ভবান্।
অনিশং কঞ্চুকাদ্যঞ্চ পরিধৎস্ব মহামতে॥
কঞ্চুকাদি যদা নৈল্যং জহ্যুঃ কাশীবিলোকনাৎ।
তদা ত্বং বৎস কলুষং ক্ষপিতং বেৎসি সর্ব্বশঃ॥"

হে মহারাজ! তুমি সর্ব্বপাপ বিনাশিনী কাশীতে গমন কর, কাশীতে গমন করিলে নিশ্চিতই তোমার সমস্ত পাপ বিদূরিত হইবে। হে রাজেন্দ্র! পাপমুক্তির প্রত্যয়ের জন্য, তুমি নীলপত্র সমূহদ্বারা নির্ম্মিত কঞ্চুকাদি (জামা) দিবারাত্রি পরিধান করিতে থাক। হে বৎস! যখন দেখিবে কাশী দর্শন ফলে তোমার কঞ্চুকাদি হইতে নীলবর্ণতা দূরীভূত হইয়াছে, তখনই জানিবে—তোমার সমস্ত পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

শাঙ্কলায়নের এই উপদেশ অনুসারে পরিচালিত হইয়া ভূরিদ্যুম্ন পাপমুক্ত হইয়াছিলেন।

ব্রহ্মপুরাণে কাশীর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এইরূপ কথিত হইয়াছে—

"নৈমিষে চ কুরুক্ষেত্রে গাঙ্গাদ্বারে তু পুষ্করে।
স্নানাৎ সংসেবনাৎ বাপি ন মোক্ষোপ্রাপ্যতে নরৈঃ॥
ইহ সম্প্রাপ্যতে যেন তত এতৎ বিশিষ্যতে॥"

নৈমিষারণ্যে, কুরুক্ষেত্রে, হরিদ্বারে অথবা পুষ্করে কোথাও স্নান কিম্বা অর্চ্চনাদি দ্বারাও মোক্ষলাভ করা যায় না। কিন্তু এখানে (কোন প্রকার অনুষ্ঠান না করিয়াও কেবল মাত্র দেহ ত্যাগ হইলেই) মোক্ষলাভ করা যায়, ইহাই এই কাশীক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য।

কূর্ম্মপুরাণে কাশীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে এইরূপ বিঘোষিত হইয়াছে—

"আগচ্ছতামিদং স্থানং সেবিতং মোক্ষকাঙ্ক্ষিনাম্।
মৃতানাং চ পুনর্জ্জন্ম ন ভূয়ো ভবসাগরে॥"

মোক্ষাকাঙ্খী ব্যক্তিগণ দ্বারা সেবিত এই স্থানেই আগমন কর, এখানে যাহাদের মৃত্যু হয়, তাহাদিগকে আর সংসার সাগরে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।

কুর্ম্মপুরাণে স্থানান্তরে কথিত হইয়াছে—

"যত্র সাক্ষাৎ মহাদেবো দেহান্তে স্বয়মীশ্বরঃ।
আচষ্টে তারকং ব্রহ্ম তদেবাতিবিমুক্তিদম্ ॥"

যেখানে মৃত্যুকালে স্বয়ং পরমেশ্বর মহাদেব তারকব্রহ্ম-মন্ত্র উপদেশ করিয়া থাকেন, তাহাকেই অত্যন্ত বিমুক্তিপ্রদ অর্থাৎ নির্ব্বাণপ্রদ ক্ষেত্র বলিয়া গণনা করিবে।

কাশীখণ্ডে (স্কন্দপুরাণান্তর্গত) কাশীক্ষেত্রের মহিমা এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"প্রয়াগে যৎফলং দেবি মাঘে চোষসি মজ্জনাৎ।
তৎফলং কোটিগুণিতং বারাণস্যাং ক্ষণে ক্ষণে ॥
মণিকর্ণিজলং যেন পীতং বৈ শুদ্ধবুদ্ধিনা।
কিং পুনঃ সোমপানৈস্তৈঃ পুনরাবৃত্তিলক্ষণৈঃ ॥
প্রাপ্য কাশীং ত্যজেদ্যস্তু সমস্তাঘৌঘনাশিনীং।
নৃপশুঃ স চ বিজ্ঞেয়ো মহাসৌখ্যপরাঙ্মুখঃ ॥
যত্র বিশ্বেশ্বরো দেবঃ সর্ব্বেষাং কর্ণধারকঃ।
আনন্দ-কাননে শম্ভোঃ কিং কেন নহি প্রাপ্যতে ॥
কাশ্যাং পাপং ন কুর্ব্বীত দারুণা রুদ্রযাতনা।
অতো রুদ্রপিশাচত্বং নরকেভ্যোঽপি দুঃসহম্ ॥
অভিতুষ্যন্তি যে নিত্যং ধর্ম্মং নানা প্রতিগ্রহৈঃ।
পরস্বং কপটৈর্ব্বাপি কাশী সেব্যা ন তৈর্নরৈঃ ॥

মরণং মঙ্গলং যত্র সফলং যত্র জীবিতম্।
স্বর্গং তৃণায়তে যত্র সা কাশী কেন মীয়তে॥
কুর্য্যাৎ কিং কুপিতঃ কালঃ কিং কাশীবাসিনাং নৃণাম্।
কালে শিবঃ স্বয়ং কর্ণে যত্র মন্ত্রোপদেশকঃ॥
সংসারং যত্র দুর্ব্বারং প্রতারয়তি শঙ্করঃ।
মৃতা অপ্যমৃতীয়ন্তে কর্ণধারাদ্যতো নরাঃ॥
সংসারদর্পদষ্টানাং জন্তূনাং যত্র শঙ্করঃ।
অপসব্যেন হস্তেন ব্রূতে ব্রহ্ম শ্রুতিং স্পৃশন্॥"

হে দেবি! প্রয়াগতীর্থে সম্পূর্ণ মাঘ মাস ধরিয়া প্রত্যুষে স্নান করিলে যে ফললাভ হইয়া থাকে, কাশীবাসে প্রতিক্ষণে তাহার কোটিগুণ ফললাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি শুদ্ধজ্ঞানে মণিকর্ণিকার জল পান করিয়াছেন, তাঁহার আর পুনর্জ্জন্মপ্রদ সোমপানে কি প্রয়োজন আছে? অর্থাৎ সোমরস পানে অমরত্ব লাভ করা যায় বটে, কিন্তু সে অমরত্ব সীমাবদ্ধ—দেবতাদিগেরও পতন হইয়া থাকে। যথা-কালে— দেবত্ব ভোগের কাল পূর্ণ হইলে, পুনরায় তাঁহাদিগকে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, আর মণিকর্ণিকার জল পানের ফলে মৃত্যুর পর যে অমৃতত্ব লাভ করা যায়, সে অমৃতত্ব—একান্ত অমৃতত্ব অর্থাৎ নির্ব্বাণ মুক্তি। তাহার পর আর কখনও জন্মমৃত্যু ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। যে ব্যক্তি একবার

কাশীতে আগমন করিয়া, পুনরায় সর্ব্বপাপ-বিনাশিনী কাশীকে পরিত্যাগ করিয়া যায়, সেই পরমসৌখ্য-পরাঙ্মুখ ব্যক্তিকে নররূপে পশু বলিয়া জানিবে। যেখানে বিশ্বেশ্বর-দেব সকলকেই ভবসাগর পার করিবার জন্য কর্ণধাররূপে বিরাজমান, সেই আনন্দকাননে শম্ভুর নিকট কাহার কোন্ বস্তু প্রাপ্ত হইতে বাকী থাকে? কাশীতে পাপাচরণ করিবে না, যেহেতু তাহার ফলে দারুণ রুদ্র যাতনা ভোগ করিতে হয়। রুদ্রপিশাচ রূপে সেই রুদ্র যাতনা ভোগ করিতে হয়, তাহা নরক অপেক্ষাও দুঃসহ। যাহারা নানা-প্রকার প্রতিগ্রহ দ্বারা ধনবৃদ্ধি করিতে অথবা কপটাচরণ দ্বারা পরস্ব গ্রহণ করিতে আগ্রহান্বিত, তাহাদের পক্ষে কাশীবাস করা কর্ত্তব্য নয়। প্রাণিগণের ভীতিস্বরূপ মৃত্যু যেখানে মঙ্গলস্বরূপ, জীবন যেখানে সফল অর্থাৎ জীবগণের জীবনের শ্রেষ্ঠলক্ষ্য মোক্ষ যেখানে সকলেই অনায়াসেই লাভ করিতে পারে, যে স্থানের নিকটে স্বর্গও তুচ্ছ অর্থাৎ স্বর্গবাসে পুনরায় জন্মগ্রহণের ভয় থাকে, কিন্তু যেখানে বাস করিলে আর জন্মভয় থাকে না; সেই কাশী আর কোন স্থানের সহিত উপমিত হইতে পারে। যেখানে জীবগণের দেহান্ত-কালে স্বয়ং মহাদেব কর্ণে তারকব্রহ্ম মন্ত্র উপদেশ করেন, যেখানে সকলেরই মোক্ষগতি সম্পাদন করাইয়া দুর্ব্বার সংসারভয়কে শঙ্কর নিবারিত করেন, যেখানে শঙ্করের

তারকমন্ত্রোপদেশের ফলে জীবগণ মৃত্যুতে অমৃতত্ব লাভ করে, শঙ্কর যেখানে সংসারাভিমানরূপ সর্পদষ্ট প্রাণিগণের কর্ণ দক্ষিণহস্তে স্পর্শ করিয়া ব্রহ্মোপদেশ করেন, সেই মহয়সী কাশীতে যাঁহারা বাস করেন, কাল কুপিত হইয়া তাঁহাদিগের কি ক্ষতি করিবে?

কাশীখণ্ডে স্থানান্তরে কথিত হইয়াছে—

"মহাপাপৌঘশমনীং পুণ্যোপচয়কারিণীং।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদামন্তে কো ন কাশীং সুধীঃ শ্রয়েৎ॥"

মহাপাপরাশি প্রশমনকারিণী পুণ্যরাশি প্রবর্দ্ধনকারিণী ভোগ ও মোক্ষ প্রদায়িনী কাশীকে অন্তকালে অর্থাৎ জীবনের শেষভাগে কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি আশ্রয় না করিয়া থাকেন।

কাশীখণ্ডে ঢুণ্ডিরাজের বাক্যে দেখিতে পাইতেছি—

"কাশীতি নাম জপতাং শিবনামতুল্যং
বিঘ্নাদি-পাপনিচয়ো বিলয়ং প্রয়াতি।
কিং তৎকথাশ্রবণ-কীর্ত্তন-বাসদানৈঃ
সম্যক্ প্রদক্ষিণবতামশুভস্য নাশঃ॥"

"কাশী" এই নাম জপ করিলেই শিবনাম জপের তুল্য ফল হইয়া থাকে—পাপরাশি দূরীভূত হয়, বিঘ্নাদি কোন অশুভ ঘটনা সংঘটিত হয় না। যাঁহারা কাশীর মাহাত্ম্য শ্রবণ, মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, কাশীবাস, কাশীক্ষেত্রে

দানানুষ্ঠান ও কাশী প্রদক্ষিণাদি কর্ম্ম সম্যক্ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অশুভ নাশ সম্বন্ধে আর কি বলিব?

কাশীখণ্ডে আর একস্থানে দেখিতে পাই, কালভৈরব বলিতেছেন—

"কার্য্যং মমৈতৎ খুলপাপিনাং সদা
করোমি দণ্ডং বহুধা সুদুঃসহম্।
প্রদক্ষিণীকৃত্য সমাগতস্ত্বয়ং
কাশীং বিশুদ্ধো ন বিচার্য্যমস্তি তৎ॥
শিবামৃতং যে শ্রুতিভিঃ পিবন্তি
গঙ্গাজলং যে মুখতঃ পিবন্তি।
পিবন্তি যে কাশ্যামৃতং পুনঃপুন-
র্ন জাতু মাতুস্তনয়া ভবন্তি॥
ক্ষেত্রং যত্র ন তত্র তীর্থনিচয়স্তীর্থানি যত্রাপি চেৎ
তীর্থক্ষেত্রসমাগমেঽপি ন শিবঃ সর্ব্বার্থধাতাঽচ্যুতঃ।
দেবা যত্র মিলন্তি তত্র গমনং লোকস্য নো ভাব্যতে,
সর্ব্বং হ্যেতদবাধিতং সুখকরং লোকস্য কাশ্যাং
[ধ্রুবং॥"

সর্ব্বদা পাপাচারীদিগের নানাপ্রকার সুদুঃসহ দণ্ডদানই আমার কার্য্য। যে কাশীকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়াছে, সে নিষ্পাপ কি না, সে বিষয়ে বিচার্য্য আছে। কিন্তু যাঁহারা

শিবমাহাত্ম্যরূপ অমৃত কর্ণদ্বারা পান করেন, যাঁহারা মুখে গঙ্গাজল পান করেন, এবং যাঁহারা কাশীমাহাত্ম্যরূপ অমৃত পুনঃপুনঃ (কর্ণে) পান করেন, তাঁহারা কখনও পুনরায় মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন না। যেখানে পুণ্যক্ষেত্র আছে, সেইখানেই তীর্থ সমূহ থাকে না, আর যদি বা কোন ক্ষেত্রে তীর্থও থাকে—তীর্থ ও ক্ষেত্র উভয়ের সম্মিলন হইলেও, সেখানেই সর্ব্বার্থ বিধাতা অচ্যুত শিব থাকেন না। আবার পক্ষান্তরে যেখানে গেলে দেবতাদিগের দর্শন পাওয়া যায়, সেই স্বর্গে গমন করাও লোকের পক্ষে সম্ভব হয় না, কিন্তু কাশীতে আবাধে সে সমস্ত সুযোগ লাভ করা নিশ্চিতই লোকের পক্ষে সুখকর হয়।

অগস্তের প্রতি স্কন্দের বাক্যে এইরূপ কথিত হইয়াছে—

"যত্নতোঽযত্নতো বাপি কাশ্যাং ত্যক্ত্বা কলেবরম্।
তারকেশ্যোপদেশেন মুক্তো ভবতি তৎক্ষণাৎ ॥
নাস্তীহ দুষ্কৃতকৃতাং সুকৃতাত্মনাং বা
কাচিদ্বিশেষগতিরন্তকৃতাং হি কাশ্যাং।
বীজানি কর্ম্মজনিতানি যদূষরায়াং
নাঙ্কুরয়ন্তি হরদৃগ্‌জ্বলিতানি তেষাং ॥
উপপাতকিনো যে চ মহাপাতকিনশ্চ যে।
তেঽপি কাশীং সমাসাদ্য ভবিষ্যন্তি গতৈনসঃ ॥

যোজনানাং শতস্থোঽপি যোঽবিমুক্তং স্মরেদ্ হৃদি।
বহুপাতকপূর্ণোঽপি ন স পাপৈঃ প্রবাধ্যতে ॥
নিষ্প্রত্যূহেন যোগেন বহুজন্মার্জ্জিতেন চ।
যৎফলং লভতেঽন্যত্র তৎকাশ্যাং ত্যজতস্তনুং ॥
তপ্ত্বা তপাংসি সর্ব্বাণি বহুকালং জিতেন্দ্রিয়ঃ।
যৎফলং লভতেঽন্যত্র তৎকাশ্যামেকরাত্রতঃ ॥
অথ ক্ষেত্রমহিমজ্ঞো শ্রদ্ধাহীনোঽপি কালতঃ।
কাশীপ্রবেশাদনঘোঽমৃতত্বং লভতে মৃতঃ ॥
কৃত্বাপ্যেনাংসি বোগ্রাণি কালাৎ প্রাপ্যাথ কাশি-
[কাম্।
ত্যক্ত্বা তনুং প্রসঙ্গেন মামেব প্রতিপদ্যতে ॥
কৃত্বাপি কাশ্যাং পাপানি কাশ্যামেব ম্রিয়েত চেৎ।
ভূত্বা রুদ্রপিশাচোঽপি পুনর্মুক্তিমবাপ্স্যতি ॥
কার্য্যং বিজ্ঞায় স্বং পাপং স্মৃত্বা গর্ভস্য বেদনাং।
ত্যক্ত্বা রাজ্যমপি প্রাজ্যং সেব্যা কাশী নিরন্তরম্ ॥
অদ্য প্রাতঃ পরশ্বো বা মরণং প্রাপ্যমেব চ।
যাবৎকালং বিলম্বোঽস্তি তাবৎকাশীং সমাশ্রয়েৎ ॥
প্রাপ্তে তু মরণে পুংসঃ পুনর্জ্জন্ম পুনর্মৃতিঃ।
অপুনর্ভবভূমিং চ তস্মাৎ কাশীং শ্রয়েদ্বুধঃ ॥

কাশীতে যাঁহাদের মৃত্যু হয়, তাঁহারা মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে যত্ন করিয়া থাকুন, অথবা নাই করিয়া থাকুন, কাশীতে দেহত্যাগ হইলেই তারকেশের উপদেশে অর্থাৎ শিবপ্রদত্ত তারকব্রহ্ম মন্ত্র ফলে তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করেন। এই কাশীতে মৃতব্যক্তিগণের মধ্যে পাপী ও পুণ্যবানের গতির পার্থক্য হয় না। যেমন অগ্নিদগ্ধ বীজ সমূহ ঊষর ভূমিতে বপন করিলে, তাহা হইতে অঙ্কুরোদ্গম হয় না, কাজেই উহা হইতে ফলও পাওয়া যায় না; সেইরূপ হরদৃষ্টি দ্বারা প্রজ্জলিত কর্ম্মবীজ সমূহ তারকব্রহ্ম মন্ত্র ফলে জ্ঞান লাভে ঊষরীভূত প্রাণীদিগের মানসক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইতে পারে না। উপপাতকী ও মহাপাতকিগণ কাশীকে প্রাপ্ত হইয়া নিষ্পাপ হইয়া থাকে। শতযোজন দূরে থাকিয়াও যে মনে মনে অবিমুক্তক্ষেত্রকে স্মরণ করে, বহু পাতকগ্রস্ত হইলেও সে পাপদ্বারা পীড়িত হয় না। অন্যত্র বহুজন্মাবধি নির্ব্বিঘ্নে যোগানুষ্ঠান করিলে যে ফললাভ হয়, এখানে দেহত্যাগ করিলেই সেই মোক্ষফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্যত্র দীর্ঘকাল জিতেন্দ্রিয় হইয়া সর্ব্বপ্রকার তপস্যাচরণে যে ফললাভ হয়, সেই ফল কাশীতে একরাত্রি বাস করিলেই লাভ করা যায়। এই ক্ষেত্রের মহিমা জানিয়াও কালপ্রভাবে যাহারা শ্রদ্ধাহীন হইয়াছে, তাহারাও কাশীতে প্রবেশ করিলেই নিষ্পাপ হয়, এবং দেহত্যাগ করিলেই

অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকে। উগ্র পাপকার্য্যসমূহের আচরণ করিয়া কালক্রমে কেহ যদি কাশীতে আসিয়া দেহ ত্যাগ করে, তবে সে আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কাশীতেই পাপাচরণ করিয়া যদি কাশীতে মৃত্যুলাভ করিতে পারে, তবে সে রুদ্রপিশাচ হইয়া সেই পাপের ফল ভোগ করিয়া পরে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। নিজ নিজ পাপাচরণের কথা বিচার করিয়া এবং গর্ভযন্ত্রণার কথা স্মরণ করিয়া (পাপ ও গর্ভ যন্ত্রণার মুক্তির জন্য) বিস্তীর্ণ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াও নিরন্তর কাশীবাস করা বিধেয় হয়। অদ্য, কল্য অথবা পরশ্ব অর্থাৎ শীঘ্র একদিন নিশ্চিতই মৃত্যু ঘটিবে, সেই মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইতে যতটুকু বিলম্ব আছে, তাহার মধ্যেই কাশীকে আশ্রয় করা উচিত। অন্যত্র মৃত্যু হইলে পুনরায় জন্মগ্রহণ ও পুনরায় মৃত্যু, ইহারই পুনঃপুনঃ আবৃত্তি হইতে থাকিবে, ইহা বিবেচনা করিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি এই পুনর্জ্জন্ম-নিবারক ভূমি অর্থাৎ মোক্ষক্ষেত্র কাশীকে আশ্রয় করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের একস্থানে এই কথাটী উচ্চৈঃস্বরে বিঘোষিত হইয়াছে—

"শৃণ্বন্তু লোকাঃ পরমার্ত্তিযুক্তা রহস্যমন্ত্রং পরমাদরেণ।
কলৌ বিনষ্ট-ব্রত-ধৈর্য্যবীর্য্যা গচ্ছন্তু কাশীং পরমার্থ-
[রাশিম্॥"

হে পরম যাতনাগ্রস্ত লোকসমূহ! তোমরা অত্যন্ত আদরের সহিত গোপনীয় মন্ত্রের মত এই কথাটী শ্রবণ কর;—কলির প্রভাবে ব্রত-নিয়মাদি বিহীন একং ধৈর্য্য-বীর্য্য-বিরহিত লোকগণ পরমার্থরাশির স্বরূপ কাশীভূমিতে গমন করুক। অর্থাৎ কাশীতে গমন করিয়া সেখানে দেহত্যাগ হইলেই পরমার্থ মোক্ষলাভ করিতেই পারিবে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আর এক স্থানে দেখিতেছি,—অগস্ত্যের প্রতি স্কন্দ বলিতেছেন—

"ন জ্ঞায়তে সূক্ষ্মতরং হি কিঞ্চিৎ
কর্ম্মাস্তি লোকস্য সুদুর্বিভাব্যম্,
যোগাদি-যজ্ঞাদি-তপোভিরুগ্রৈ
র্যুক্তস্য তে সম্প্রতি নাস্তি কাশী।
ন জ্ঞায়তে কস্য কিমস্তি পুণ্যং
স্বল্পোঽপি কাশ্যাং তনুভৃৎ সদাস্তে
দেবাদয়োঽপি প্রভবন্তি নৈব
স্থাতুং ক্ষণং কাশিকায়াং কুগর্ব্বাঃ॥
যথা সুক্ষেত্রে পয়োবাহাৎ পতিতা জলবিন্দবঃ।
মুক্তাঃ স্যুস্তথা কাশ্যাং সংস্থিতাঃ সর্ব্বেঽপি জন্তবঃ॥

মনুষ্যের অতিসূক্ষ্মতর দুশ্চিন্তনীয় এমন কিছু কর্ম্ম থাকে, যাহার ফলাফল কিছুই জানা যায় না, কাহার যে

কিরূপ পুণ্য আছে, তাহাও জানা যায় না। এই যে আপনি অতিতীব্র যোগ, যজ্ঞ ও তপস্যাচরণ করিয়াও, কাশী গমন করিতে পারিতেছেন না; আর অতিতুচ্ছ প্রাণীগণও সর্ব্বদা কাশীবাস করিতেছে। মনে হীন গর্ব্বভাব থাকিলে দেবাদিগণও ক্ষণকাল কাশীক্ষেত্রে অবস্থান করিতে সমর্থ হন না। যেমন মেঘ-নির্ম্মুক্ত জলবিন্দু সমূহ সুক্ষেত্রে পতিত হইলেই যথাযথ উপযোগ লাভ করিয়া থাকে, সেইরূপ সমস্ত জীবগণ কাশীতে অবস্থিত হইলেই মোক্ষলাভ করিয়া থাকে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আর একস্থানে বারাণসীকেই কলিযুগের শ্রেষ্ঠতীর্থ বলিয়া গণনা করা হইয়াছে। যথা—

"কলৌ বিশ্বেশ্বরো দেবঃ কলৌ বারাণসী পুরী।
কলৌ ভাগীরথী গঙ্গা দানং কলিযুগে মহৎ॥"

দেবতাদিগের মধ্যে বিশ্বেশ্বরদেব, সমস্ত পুরীর মধ্যে বারাণসীপুরী, সমস্ত স্রোতঃস্বতীর মধ্যে ভাগীরথী গঙ্গা এবং সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে দানধর্ম্ম, কলিযুগে এই কয়েকটীই হইতেছে প্রধান।

আত্মপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, সূর্য্যবর্চ্চা ঋষি ইন্দ্রকে বলিতেছেন—

"অস্তি ভূমৌ মহান্ দেশঃ কাশীনামাঙ্কিতঃ শুভঃ।
উৎকণ্ঠিতে বয়ং যাতি স্বর্ধুনী ভবতাং নদী॥

তস্যাস্তীরে পুরী রম্যা ত্রিশূলস্থো পরি স্থিতা।
পিনাকপাণেঃ সততং স্বর্গস্যাপি তিরস্করী॥
কৃমিকীটপতঙ্গো বা ব্রাহ্মণো বা বহুশ্রুতঃ।
মৃতশ্চতুর্ব্বিধো জন্তু স্ত্রিনেত্রত্বমুপৈতি হি॥"

ভূমিভাগে গৌরবোজ্জ্বল এবং কল্যাণময় কাশীনামক এক বিখ্যাত স্থান আছে। পৃথিবী পাপভারে পীড়িত হইলে আমরা যখন উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিলাম, তখন দেবনদী স্বর্গঙ্গা পৃথিবীতে যাইয়া প্রবাহিত হইতে থাকেন। সেই গঙ্গার তীরে, পিনাকপাণি মহাদেবের ত্রিশূলের উপরে স্বর্গের অপেক্ষা মহীয়সী রম্যা এই কাশ্যপুরী অবস্থিতা। কৃমি, কীট, পতঙ্গ হইতে বহুশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সমগ্র চতুর্ব্বিধ জন্তুই (স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ ও উদ্ভিজ্জ) এখানে মৃত্যুতে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়।

ভবিষ্যপুরাণে কথিত হইয়াছে—

"অন্যত্র সুধিয়া চাপি মোক্ষো লভ্যেত বা ন বা।
একেন জন্মনা চাত্র গঙ্গায়াং মরণেন চ॥
মোক্ষস্তু লভ্যতে কাশ্যাং নরেণ চলিতাত্মনা॥"

মহাজ্ঞানী ব্যক্তিও অন্যত্র মৃত্যু হইলে মোক্ষলাভ করিতেও পারেন নাও করিতে পারেন। কিন্তু এই কাশীতে গঙ্গাতীরে মৃত্যুতে একজন্মেই সকলেই—এমন কি চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তিও মোক্ষলাভ করিতে পারেন।

আদিপুরাণে কথিত হইয়াছে—

"বারাণস্যাং ম্রিয়েদ্ যস্তু প্রত্যাখ্যাত-ভিষক্‌ক্রিয়ঃ ।
কাষ্ঠ-পাষাণ-মধ্যস্থো জাহ্নবী-জল-মধ্যগঃ ॥
অবিমুক্তোন্মুখস্তস্য কর্ণমূলগতো হরঃ ।
প্রণবং তারকং ব্রূতে নান্যথা কুত্রচিৎ ক্বচিৎ ॥"

চিকিৎসার শক্তিকে প্রত্যাখ্যান করিয়া যে ব্যক্তি বারাণসীতে দেহত্যাগ করে,—বারাণসী ক্ষেত্রে কাষ্ঠপাষাণাদির মধ্যে অথবা জহ্নবীর জলের মধ্যে—যেখানেই কেন না দেহত্যাগ করুক ; মোক্ষপ্রদানোৎসুক হর তাহার কর্ণমূলে উপস্থিত হইয়া প্রণবরূপ তারক মন্ত্র প্রদান করিয়া থাকেন । কখনও কোথাও ইহার ব্যতিক্রম হয় না ।

দেবীপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে—

" পরা শক্তিরিয়ং ভদ্রা মুক্ত্যর্থং ক্ষেত্রসংস্থিতা ।
ভুবনেশী চান্নপূর্ণা তথা কাশীতি সংজ্ঞিতা ॥"

এই মঙ্গলদায়িনী পরমাশক্তি ভুবনেশ্বরী, অন্নপূর্ণা ও কাশী নামে এই ক্ষেত্রে (কাশীক্ষেত্রে) অবস্থিতা হইয়াছেন ।

শ্রীমদ্ভাগবতে কাশীক্ষেত্রের প্রাধান্য এইরূপ বিঘোষিত হইয়াছে—

" ক্ষেত্রানাং চৈব সর্ব্বেষাং যথা কাশী হ্যনুত্তমা ।
তথা পুরাণব্রতানাং শ্রীমদ্‌ভাগবতং দ্বিজাঃ ॥"

সমস্তক্ষেত্রের মধ্যে যেমন কাশীক্ষেত্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সেইরূপ পুরাণ-পাঠে ব্রতী দ্বিজগণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে ব্রতী দ্বিজগণই শ্রেষ্ঠ।

এইত' গেল পুরাণের কথা, এখন প্রসিদ্ধ প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থ রামায়ণ ও মহাভারতে কাশীর মাহাত্ম্য কিরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা দেখা যাউক।

রামায়ণে কথিত হইয়াছে—

"সেতুবন্ধে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা রামেশ্বরং হরং।
সংকল্পনিয়তো ভূত্বা গত্বা বারাণসীং নরঃ॥
আনীয় গঙ্গাসলিলং রামেশমভিষিচ্য চ।
সমুদ্রে ক্ষিপ্তবদ্ভারো ব্রহ্ম প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্॥
বিদ্যাপ্রবোধোদয়জন্মভূমি
র্বারাণসী মুক্তিপুরী নিরত্যয়া।
অতঃ কুলোচ্ছেদবিধিং বিধিৎসু-
র্নিবস্তুমত্রেচ্ছতি নিত্যমেব॥
কদা বারাণস্যামিহ সুরধুনীরোধসি বসন্
বসানঃ কৌপীনং শিরসি নিদধানোঽঞ্জলিপুটং।
অয়ে গৌরীনাথ ত্রিপুরহর শম্ভো ত্রিনয়ন
প্রসীদেত্যাক্রোশন্ নিমেষমিব নেষ্যামি দিবসান্॥

ন তীর্থার্থং বহির্গচ্ছেন্ ন দেবার্থং কদাচনঃ।
সর্ব্বতীর্থানি দেবাশ্চ বসন্ত্যত্রাবিমুক্তকে॥”

মনুষ্য সেতুবন্ধে স্নানান্তে রামেশ্বর শিবকে দর্শন করিয়া, সংকল্প গ্রহণপূর্ব্বক কাশীতে গমন করিবে। সেখান হইতে গঙ্গাজল আনিয়া তদ্দ্বারা রামেশ্বরকে অভিষেক করিলে, সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত জলভারের ন্যায় ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে অর্থাৎ যেমন জলভার সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলে, তাহা সমুদ্রের জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায় সেইরূপ তাঁহার আত্মাও ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়; ইহাতে কোনও সংশয় নাই।

জ্ঞানোদয় এবং বিদ্যোদয়ের মুখ্যস্থানস্বরূপা অবিনশ্বরা বারাণসীই হইতেছে মুক্তিপুরী। এই জন্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখ রহিত হইতে সমুৎসুক ব্যক্তি নিত্যই এখানে বাস করিতে ইচ্ছা করেন।

কোন্ দিন এই বারাণসীতে গঙ্গাতীরে বাস করিয়া, কৌপীন ধারণপূর্ব্বক মস্তকে অঞ্জলিপুট নিবদ্ধ করিয়া—"অয়ে গৌরীনাথ! ত্রিপুরহর! শম্ভো! ত্রিনয়ন! প্রসন্ন হও" এইরূপ বলিতে বলিতে দিনগুলি নিমেষের মত অতিবাহিত করিব।

কোন তীর্থের জন্য কিম্বা কোন দেবতার উদ্দেশ্যে কাশীক্ষেত্রের বাহিরে যাইবে না। সমস্ত তীর্থ এবং নিখিল দেবতাগণ এই অবিমুক্তক্ষেত্রে অবস্থিত আছেন।

মহাভারতে কথিত হইয়াছে—

"দর্শনাৎ দেবদেবস্য ব্রহ্মহত্যা প্রণশ্যতি।
প্রাণান্ উৎসৃজ্য তত্রৈব মোক্ষং প্রাপ্নোতি
[মানবঃ॥"

(অবিমুক্তক্ষেত্রে) মহাদেবকে দর্শন করিলেই ব্রহ্ম-হত্যা দূরীভূত হয় এবং সেখানে প্রাণত্যাগ করিলে মোক্ষ লাভ হয়।

মহাভারতে স্থানান্তরে উক্ত হইয়াছে—

"অবিমুক্তং সমাসাদ্য তীর্থসেবী কুরূদ্বহ।
দর্শনাৎ দেবদেবস্য মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া॥"

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! তীর্থসেবী ব্যক্তি অবিমুক্তক্ষেত্রে গমন করিয়া দেবদেব শঙ্করকে দর্শন করিলেই ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতেও মুক্তি লাভ করেন।

এখন আমরা তন্ত্রগ্রন্থের দুই একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব, তন্ত্রেই বা কাশীক্ষেত্রের মাহাত্ম্য কিরূপ বর্ণিত হইয়াছ।

যোগিনীতন্ত্রে কাশীক্ষেত্রের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে কতকাংশ এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

দেব্যুবাচ।—

ভো দেব পরমানন্দ মমানন্দঃ কৃতস্ত্বয়া।
অতঃ কাশ্যাং মৃতানাং ত্বমানন্দং দেহি সর্ব্বদা॥

ঈশ্বর উবাচ।—

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্যা মগ্নোঽহমমৃতার্ণবে।
দদামি পরমং ব্রহ্ম মুমূর্ষোঃ কর্ণগোচরে॥
বারাণস্যাং সদা দেবী স্থিত্বাধ্যায়ন্ পরাং শিবে।
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে বারাণস্যাং মৃতাস্তু যে॥
দদামি পরমং ব্রহ্ম তেষাং হি কর্ণগোচরে।
হিত্বা হি সকলং কর্ম্ম সুকৃতং দুষ্কৃতং হি তে॥
প্রয়ান্তি ব্রহ্মনির্ব্বাণং মমোপদেশতঃ ক্ষণাৎ।
তৎসর্ব্বং সুকৃতং কর্ম্ম দুষ্কৃতং বা মহেশ্বরি॥
ভবেদ্ ভস্ম মহাকাল্যাঃ প্রসাদাৎ জ্ঞানযোগতঃ।
কাশীলগ্নং হি যৎকিঞ্চিৎ কাশীভবতি তৎক্ষণাৎ॥
কাশীস্পর্শমাত্রেণ কাশ্যান্তু মৃত্যুমেতি সঃ।
তজ্জন্মনি মহাদেবি চাথবা পরজন্মনি॥
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমেব সুরেশ্বরি।
বহ্নিতেজো দহেৎ তূলং স্পর্শমাত্রাৎ ক্ষণং যথা।
শূলীকর্ম্ম দহেৎ কাশীতেজঃস্পর্শাৎ ক্ষণাৎ তথা॥

তুলারাশিং দহেৎ বহ্নি কিঞ্চিৎ কালাৎ যথা শিবে।
তথা দহেৎ কর্ম্মরাশিং কশীজন্মৈকতো নৃণাং॥
কাশীস্থানং পুণ্যচয়ং কিং বাহং কথয়ামি তে।
অপি চেৎ ত্বৎসমা নারী মৎসমঃ পুরুষোঽস্তি চেৎ॥
অণ্ডজাঃ স্বেদজাশ্চৈব উদ্ভিজ্জাশ্চ জরায়ুজাঃ।
তে সর্ব্বে মুক্তিমায়ান্তি কাশ্যাং চেৎ ভাগ্যতো মৃতাঃ॥
ইয়ং বারাণসী দেবী মহাতেজোময়ী শুভা।
যুগাভেদাজ্জনৈরেব দৃশ্যতে হি চতুর্ব্বিধা॥
কৃতে রত্নময়ী কাশী ত্রেতায়া স্বর্ণজা স্মৃতা।
দ্বাপরে সা শিলারূপা কলৌ ভূমিময়ী শুভা॥
নাতঃ পরতরং ক্ষেত্রং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।
সত্যং সত্যং মহাদেবি শপথেন বদামি তে॥
সংসার বন্ধনাৎ দেবি মুক্তিমিচ্ছতি যঃ পুনঃ।
পাষাণেশ্বর সৌহিত্যা তিষ্ঠেৎ কাশ্যাং সযন্ত্রিতঃ॥
স এব পণ্ডিতো জ্ঞানী স এব কুলপাবনঃ।
প্রাণান্তেঽপি মহাদেবি কাশীং ন নিঃসরেদ্দ্বিজঃ॥
স এব পরমো মূর্খঃ স এব কুলনাশনঃ।
বৃথৈব মূর্খলোকেন কাশীং প্রাপ্য সমুজ্ঝিতঃ॥
বহুভির্জ্জন্মভিঃ পুণ্যৈঃ যদি কাশীং লভেৎ পুনঃ।
তদা নৈব ত্যজেৎ কাশীং প্রাণান্তেঽপি কদাচন॥

অনায়াসেন সংসারসাগরং যস্তিতীর্যতি।
সগচ্ছেৎ খলু কেনাপি মম বারাণসীং পুরীং॥
অন্নং দদ্যাদন্নপূর্ণা জ্ঞানং দদ্যাৎ সরস্বতী।
প্রাণান্তে মুক্তিদাতাহং কাশ্যাং তদ্‌ভাবনা কিমু॥”

দেবী বলিলেন—হে পরমানন্দময় দেব! তুমি আমার আনন্দ সম্পাদন করিয়াছ, যে হেতু তুমি কাশীতে মৃত প্রাণীদিগকে আনন্দ প্রদান করিয়া থাক।

মহেশ্বর বলিলেন—আমি তাঁহার এই পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলাম। হে দেবি! আমি সর্ব্বদা বারাণসীতে অবস্থান করিয়া পরাশক্তিকে ধ্যান করতঃ মুমূর্ষু ব্যক্তির কর্ণে পরমব্রহ্মমন্ত্র প্রদান করি। বারাণসীতে যাহাদের মৃত্যু হয়, তাহারা মৃত্যুকালে জলে, স্থলে অথবা অন্তরীক্ষে যেখানেই থাকুক্ না কেন, আমি তাহাদের কর্ণে পরমব্রহ্মমন্ত্র প্রদান করি। তাহারা আমার প্রদত্ত ব্রহ্মোপদেশে, সুকৃত বা দুষ্কৃত সকলপ্রকার কর্ম্মফল হইতে বিমুক্ত হইয়া, ক্ষণকালের মধ্যে ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করে। হে মহেশ্বরি! সেই সকল দুষ্কৃত বা সুকৃত কর্ম্ম মহাকালীর প্রসাদে জ্ঞানলাভ হেতু ভস্মসাৎ হইয়া যায়। হে মহাদেবি! কাশীতে যাহা কিছু সংলগ্ন হয়, তাহাই কাশীস্পর্শমাত্র তৎক্ষণাৎ কাশীতে পরিণত হয় এবং যে ব্যক্তি কাশী স্পর্শ করে, সে সেই জন্মে অথবা পরজন্মে কাশীতে

মৃত্যুলাভ করে। হে সুরেশ্বরি! আমি সত্য সত্য ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি—অগ্নি যেমন স্পর্শমাত্র ক্ষণকালের মধ্যে তুলারাশিকে ভস্মে পরিণত করে, সেইরূপ শঙ্করের আচরিত কর্ম্ম অর্থাৎ তারকব্রহ্মোপদেশ কাশীতেজঃস্পর্শে প্রাণীদিগের কর্ম্মরাশিকে ক্ষণকালে দহন করিয়া থাকে। অগ্নি যেমন কিছুকালের মধ্যেই তুলারাশিকে দগ্ধ করিয়া থাকে, কাশীও সেইরূপ একটীমাত্র জন্মেই মনুষ্যদিগের সমস্ত কর্ম্মরাশি দগ্ধ করিয়া থাকে। এই যে কাশী ক্ষেত্র, ইহা পুণ্যের সমষ্টিস্বরূপ; ইহার মাহাত্ম্যের বিষয় আমি আর তোমাকে কি বলিব! তোমার ন্যায় নারী এবং আমার ন্যায় পুরুষ যেখানে আছে, সেই কাশীক্ষেত্রে যদি মৃত্যুলাভ করিতে পারে, তাহা হইলে অণ্ডজ, স্বেদজ, জরায়ুজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ প্রাণীই—সকলেই মুক্তিলাভ করিতে পারে। হে দেবি! এই বারাণসীপুরী মহাতেজো-ময়ী; জনগণ যুগভেদে ইহাকে বিভিন্নপ্রকারে অর্থাৎ চা'র যুগে চা'র প্রকারে দেখিয়া থাকে। এই কাশী সত্যযুগে রত্নময়ী, ত্রেতাযুগে স্বর্ণময়ী, দ্বাপরে শিলাময়ী এবং কলিযুগে ভূমিরূপে দৃশ্যমানা হইয়া থাকে; ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠক্ষেত্র আর ত্রিলোকের মধ্যে নাই। হে মহাদেবি! আমি শপথ করিয়া তোমাকে সত্য সত্য বলিতেছি—সংসার-বন্ধন হইতে যে মুক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা করে, যে পাষাণেশ্বরের প্রতি

সশ্রদ্ধ হইয়া কাশীতেই নিবদ্ধ হইয়া থাকে, হে মহেশ্বরি! সেই পণ্ডিত, সেই জ্ঞানী এবং সেই কুলপাবন।" আর যে প্রাণান্তকালের মধ্যেও কাশীতে আগমন করে না, সেই মহামূর্খ এবং সেই কুলনাশন। বৃথাই মূর্খব্যক্তি কাশীতে আগমন করিয়াও পুনরায় কাশীত্যাগ করিয়া যায়। যদি বহু জন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে কাশীক্ষেত্রে আগমন করা যায়, তাহা হইলে প্রাণান্তেও কদাচ কাশীকে পরিত্যাগ করিবে না। যে ব্যক্তি অনায়াসে সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করে অর্থাৎ মোক্ষলাভ করিতে ইচ্ছা করে, সে যে কোনও প্রকারে আমার বারাণসীপুরীতে আগমন করুক! যে কাশীক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রাণীকে অন্নপূর্ণা অন্নদান করেন, সরস্বতী জ্ঞানদান করেন এবং আমি প্রাণান্তকালে মুক্তিদান করিয়া থাকি, সেই কাশীতে আর কোন্ ভাবনা আছে?

শৈবাগমে কথিত হইয়াছে—

"কপালমিন্দুঃ করিচর্ম্মনাগাঃ
কাশীপুরি কণ্ঠগতস্য জন্তোঃ।
মূর্চ্ছাসু মূর্চ্ছাসু পরিস্ফুরন্তি
সংজ্ঞাসু সংজ্ঞাসু তিরোভবন্তি॥"

কাশীপুরীতে জন্তুর (মৃত্যু সময়ে) প্রাণ যখন কণ্ঠগত হয়, তখন সে প্রতি মূর্চ্ছাসময়ে নরকপাল, চন্দ্রকলা, হস্তিচর্ম্ম ও সর্প প্রভৃতি মহাদেবের আভরণাদি দৃষ্টিগোচর করিয়া

থাকে; আবার যখন মধ্যে মধ্যে সংজ্ঞালাভ করে, তখন সে সকল চিহ্ন আর দেখিতে পায় না।

মহাভাগবতে ব্যাস-জৈমিনীসংবাদে কথিত হইয়াছে—

"শম্ভুর্বারাণসীক্ষেত্রে মুমুক্ষূণাং নৃণাং স্বয়ং।
তস্যা এব মহামন্ত্রং যদ্ যস্য গুরুণেরিতং॥
স্বয়ন্তু তরসাগত্য তারকব্রহ্মসংজ্ঞিতং।
কর্ণে ব্রুবন্ মহামোক্ষং নির্ব্বাণাখ্যং প্রযচ্ছতি॥"

বারাণসীক্ষেত্রে মানবের মৃত্যুসময়ে স্বয়ং শম্ভু অতি শীঘ্র উপস্থিত হইয়া, যাহার যাহা গুরূপদিষ্ট মন্ত্র, তারকব্রহ্ম নামক অদ্যাশক্তির সেই মহামন্ত্র মুমুক্ষুমানবদিগের অর্থাৎ যাহারা কাশীমৃত্যুফলে মোক্ষাধিকারী হইবে, তাহাদিগের কর্ণে প্রদান করিয়া, নির্ব্বাণরূপ মহামোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন।

সূতসংহিতার ৭ম অধ্যায়ে ঈশ্বর বলিতেছেন—

"সন্তি লোকে বিশিষ্টানি স্থানানি মম মাধব।
তেষাং অন্যতমে স্থানে বর্ত্তনং ভুক্তিমুক্তিদং।
শ্রীমদ্বারাণসী পূজ্যা পুরী নিত্যং মম প্রিয়া।
যস্যামুৎক্রমমানস্য প্রাণৈর্জন্তোঃ কৃপাবলাৎ।
তারকং ব্রহ্ম বিজ্ঞানং দাস্যামি শ্রেয়সে হরে॥

তস্যামেব মহাবিষ্ণো প্রাণত্যাগো বিমুক্তিদঃ।
স্থানং দক্ষিণকৈলাস-সমাখ্যং সৎকৃত্রং ময়া।
যত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি সর্ব্বলোকগতানি তু॥”

হে মাধব! সংসারে আমার কতকগুলি বিশিষ্ট স্থান আছে। তাহাদের মধ্যে যে কোন স্থানে বাস করিলেই ভুক্তিমুক্তি লাভ করা যায়। সেই সকল স্থানের মধ্যেও শ্রেষ্ঠক্ষেত্র বারাণসীপুরী সর্ব্বদা আমার প্রিয়। সেখানে প্রাণত্যাগকারী প্রাণীকে আমি কৃপাপরবশ হইয়া তারক-মন্ত্ররূপ ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করিয়া থাকি। হে মহাবিষ্ণো! মৎকর্ত্তৃক পূজিত দক্ষিণকৈলাস নামক সেই বারাণসীতে প্রাণত্যাগ হইলেই মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে। সর্ব্বলোকস্থিত সমস্ত তীর্থ-ই সেখানে বিদ্যমান রহিয়াছে।

দ্বিতীয় লহরী।

কাশী নামের ফল।

প্রত্যেক মানবকেই তাহার স্বকৃত শুভ বা অশুভ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেই হয়। শুভ বা পুণ্যকর্ম্মাচরণের ফলে যেমন শুভফল পাওয়া যায়, ঠিক তেমনই অশুভ বা পাপকর্ম্মের ফলে নানপ্রকার অশুভ ঘটনা সংঘটিত হয়—

ইহলোকে পদে পদে বিঘ্ন-বিপদ-বিতাড়িত হইতে হয়, পরলোকে নরকাদি দুর্গতি ভোগ করিতে হয়। কিন্তু শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা পাপের খণ্ডন হইলে আর তজ্জন্য ফলভোগ করিতে হয় না। সকল-প্রকার পাপেরই অতি আনায়াসসাধ্য প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে— কাশী। কাশীর নাম স্মরণ করিলে বা জপ করিলে, কাশী দর্শন করিলে এবং কাশীতে প্রবেশ করিলে মনুষ্য নিষ্পাপ হইয়া থাকে। কাশী দর্শন ও কাশী প্রবেশের ফল পরের লহরীতে আলোচনা করা যাইবে। কাশী নামের ফল সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রীয়গ্রন্থে কিরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাই এখন দেখা যাউক।

নারদীয়-পুরাণে কাশী নামের ফল এইরূপ কথিত হইয়াছে—

"বহুনাত্র কিমুক্তেন বারাণস্যা গুণান্ প্রতি।
নামাপি গৃহ্নতাং কাশ্যাং চতুর্ব্বর্গো ন দূরতঃ॥"

এই কাশীর গুণের কথা আর অধিক বলাই বাহুল্য, যাঁহারা কাশীর নাম উচ্চারণ করেন, তাঁহারাও অনায়াসেই চতুর্ব্বর্গ লাভ করিতে পারেন।

নারদীয়-পুরাণে স্থানান্তরে কথিত হইয়াছে—

"যোজনানাং শতস্থোঽপি
যোঽবিমুক্তং স্মরেদ্‌হৃদি।

বহুপাতক-পূর্ণোঽপি
ন স পাপৈঃ প্রবাধ্যতে ॥”

যে ব্যক্তি কাশীক্ষেত্র হইতে শত যোজন দূরে থাকিয়াও মনে মনে অবিমুক্তক্ষেত্রকে স্মরণ করে, সে যদি বহু পাতক-গ্রস্ত হয়, তাহা হইলেও তাহাকে আর পাপ জন্য যাতনা ভোগ করিতে হয় না।

পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে—

“কাশীতি বর্ণদ্বিতয়ং স্মরংস্ত্যজতি পুদ্গলম্।
যত্র কুত্রাপি বৈ তস্য কৈলাসে বসতি স্ফুটম্ ॥”

মৃত্যুকালে যে “কাশী” এই বর্ণ দুইটি স্মরণ করিতে পারে, যেখানেই কেননা তাহার দেহত্যাগ হউক, নিশ্চয়ই তাহার কৈলাসে গতি হইবে।

স্কন্দপুরাণে কথিত হইাছে—

“কাশী কাশীতি কাশীতি রসনা রসসংযুতা।
যস্য কস্যাপি ভূয়শ্চেৎ স রসজ্ঞো ন চেতরঃ ॥”

“কাশী” “কাশী” “কাশী” এই নাম উচ্চারণ করিতে করিতে যাহার রসনা রসযুক্ত হইয়া উঠে, সে ব্যক্তি যেই হউক না কেন অর্থাৎ সে ব্রাহ্মণই হউক আর চণ্ডালই হউক অথবা পাপকর্ম্মাই হউক আর পুণ্যকর্ম্মাই হউক, তাহাকেই রসজ্ঞ বলিয়া জানিবে, অন্যথা অপর কাহাকেও রসজ্ঞ বলা যায় না।

ব্রহ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে—

"সংস্মরিষ্যন্তি যে স্থানমবিমুক্তং সদা নরাঃ।
নির্দ্ধূত-সর্ব্বপাপাস্তে ভবিষ্যন্তি গণোপমাঃ॥"

যে সকল ব্যক্তি সর্ব্বদা অবিমুক্তক্ষেত্রের স্মরণ করে, তাহারা সর্ব্বপাপ বিমুক্ত হইয়া শিবগণের তুল্যতা প্রাপ্ত হয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে কথিত হইয়াছে—

"কাশী কাশীতি কাশীতি বহুধা সংস্মরন্ দ্বিজ।
ন পশ্যতীহ নরকান্ বর্ত্তমানান্ স্বয়ং কৃতান্॥
স্মরন্তি যে নরাঃ কাশীং যত্র কুত্রাপি সংস্থিতাঃ।
তেহ প্যঘৌঘ-বিনির্ম্মুক্তা ভবন্তি জ্ঞানভাগিনঃ॥
যঃ স্তৌতি স্মরতে কাশীং যঃ কীর্ত্তয়তি মানবঃ।
তেন তপ্তং হুতং জপ্তং দত্তং বিত্তমহর্নিশম্॥"

হে দ্বিজ! "কাশী কাশী কাশী" এই নাম পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিলে, স্বকৃত কর্ম্মফলে সমুপস্থিত অবশ্যভোক্তব্য নরকের দর্শনও করিতে হয় না।

মনুষ্যগণ যে কোনও স্থানে থাকিয়াও যদি কাশীর স্মরণ করে, তাহা হইলে তাহারা পাপরাশি নির্ম্মুক্ত হইয়া জ্ঞানভাগী হয়।

যে ব্যক্তি কাশীর স্তব করে, কাশীকে স্মরণ করে অথবা কাশীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে, সে নিরন্তর তপস্যাচরণ,

হোম, জপ এবং ধনদানাদি দ্বারা যেরূপ ফললাভ করা যায়, সেইরূপ ফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

তৃতীয় লহরী।

কাশী দর্শন ও কাশী প্রবেশের ফল।

আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে বিভিন্নপ্রকার পাপভার হইতে মুক্ত হইবার জন্য বিভিন্নপ্রকারের প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। এই সকল কষ্টসাধ্য প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিয়া পাপভার হইতে পরিত্রাণ পাইবার সুযোগ সকলের পক্ষে ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু এই কলুষনাশিনী মহিমাময়ী কাশীকে দর্শন করিয়া বা কাশীক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সকলেই অনায়াসেই পাপমুক্ত হইতে পারেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে কাশী দর্শনের ফলসম্বন্ধে এইরূপ বিঘোষিত হইয়াছে—

"পশ্য তাত পরমার্চ্চিতাং পুরীং,
যোগিভিঃ সুকৃতিভির্মুনীশ্বরৈঃ।
যাং নিরীক্ষ্য পুরুষঃ পুরাকৃতৈঃ,
পাতকৈঃ শরমিতৈর্বিযুজ্যতে ॥"

হে তাত! যে পুরীকে দর্শন করিলে মানব পূর্ব্বকৃত পঞ্চ মহাপাতক হইতেও মুক্ত হইয়া থাকে, পুণ্যকর্ম্মা যোগিগণ ও মুনীশ্বরগণ কর্ত্তৃক পরম শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চিত সেই বারাণসী পুরীকে তুমি দেখ।

ব্রহ্মপুরাণে শিববাক্যে বর্ণিত হইয়াছে—

"আগমিষ্যন্তি যে দ্রষ্টুং সজ্জনা যোজনেন তু।
তে ব্রহ্মহত্যা মোক্ষান্তু ভবিষ্যন্তি মমানুগাঃ॥"

যাহারা এই কাশীক্ষেত্র সন্দর্শন করিবার জন্য, কাশী হইতে এক যোজনের মধ্যেও আসিবে, তাহারা ব্রহ্মহত্যারূপ মহাপাপ হইতেও বিমুক্ত হইয়া আমার অনুচর হইবে।

কাশীখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে—

"যৈর্দৃষ্টা দূরতঃ কাশী তে পুণ্যাঃ পাপশত্রবঃ।
স্পৃষ্টা যৈস্তেঽপি চ ততঃ শ্রেষ্ঠা মোক্ষৈকভাজনম্॥"

যাঁহারা দূর হইতেও কাশীকে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই পুণ্যবান্—তাঁহারাই পাপের শত্রু অর্থাৎ পাপ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে। আর যাঁহারা কাশী স্পর্শ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ—তাঁহারা একমাত্র মোক্ষলাভের অধিকারী অর্থাৎ ইহজন্মে কিম্বা পরজন্মে তাঁহারা কাশীতে মৃত্যুলাভ করিয়া মোক্ষগতি প্রাপ্ত হইবেন।

কাশীখণ্ডে স্থানান্তরে বর্ণিত হইয়াছে—

"বহিষ্কৃতানি পাপানি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতান্যপি।
কাশী-দর্শনমাত্রেন নাশমেষ্যন্তি নান্যথা॥
পূর্ব্বজন্ম শতকোটি সঞ্চিতং
পাপরাশিমতুলং বিনাশয়েৎ।
কাশিকা পরপদপ্রকাশিকা
দর্শন শ্রবণ কীর্ত্তনাদিভিঃ।

ক্ষেত্রের বহিভাগে অনুষ্ঠিত এবং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপরাশি কাশী স্পর্শমাত্রই বিনষ্ট হয় ইহাতে সন্দেহ নাই। পরমপদ প্রকাশকারিণী অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান-দায়িনী কাশীর দর্শন, শ্রবণ ও মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনাদি দ্বারা শতকোটি পূর্ব্বজন্ম সঞ্চিত অতুলনীয় পাপরাশিও বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

মৎস্যপুরাণে কথিত হইয়াছে—

"অজ্ঞানাৎ জ্ঞানতো বাপি বর্ত্তমানগতীতকম্।
সর্ব্বং তস্য চ তৎপাপং ক্ষেত্রং দৃষ্ট্বা বিনশ্যতি॥"

কাশীক্ষেত্র দর্শন করিলে, সকলেরই জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত বর্ত্তমান জন্মের ও অতীত জন্মসমূহের সর্ব্বপ্রকার পাপসমূহই বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

কাশীপ্রবেশে পাপমুক্তি।

কাশীপ্রবেশফল সম্বন্ধে মৎস্যপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—

"যদি পাপো যদি শঠো যদি বাধার্ম্মিকো নরঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যোঽবিমুক্তং ব্রজেদ্ যদি ॥"

কাশীগমনকারী ব্যক্তি যদি পাপচারী, শঠ অথবা অধার্ম্মিকও হয়, তাহা হইলেও সে অবিমুক্তক্ষেত্রে প্রবেশমাত্র সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়।

লিঙ্গপুরাণে এইরূপ কথিত হইয়াছে—

"ব্রহ্মহা যোঽভিগচ্ছেত্তু অবিমুক্তং কদাচন।
তস্য ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যাদ্ ব্রহ্মহত্যা নিবর্ত্ততে ॥
অবিমুক্তং গতা যে বৈ মহাপুণ্যকৃতো জনাঃ।
অপাপা হ্যজরাশ্চৈব অদেহাশ্চ ভবন্তি তে ॥
অজ্ঞানাৎ জ্ঞানতো বাপি স্ত্রিয়া বা পুরুষেণ বা।
যৎকিঞ্চিদশুভং কর্ম্ম কৃতং মানুষবুদ্ধিনা ॥
অবিমুক্তং প্রবিষ্টস্য তৎসর্ব্বং ভস্মসাদ্ভবেৎ ॥"

ব্রহ্মহত্যাকারী ব্যক্তিও যদি কখনও অবিমুক্তক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তাহা হইলে, সেই ক্ষেত্রের মাহাত্ম্যে তাহার সেই ব্রহ্মহত্যা নিবর্ত্তিত হয়। যাহারাই অবিমুক্তক্ষেত্রে গমন করে, তাহাদিগকেই মহাপুণ্যকর্ম্মা বলিয়া জানিবে; তাহারা নিষ্পাপ হয়, জরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে

পারে না এবং তাহারা অদেহ হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহাদিগকে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া শরীর ধারণ করিতে হয় না। তাহারা মুক্তিলাভ করিয়া থাকে।

ব্রহ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে—

"অত্র প্রবিষ্টমাত্রস্য জন্তোঃ পাপং পুরার্জ্জিতং।
বিনাশমাপ্নোতি পরং পুণ্যরাশিশ্চ বর্দ্ধতে॥"

প্রাণিগণের পূর্ব্বকৃত পাপসমূহ এখানে প্রবেশ করিলে তৎক্ষণাৎ বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং পুণ্যরাশি বর্দ্ধিত হয়।

চতুর্থ লহরী।

কিয়ৎকাল কাশীবাসের ফল।

কাশীক্ষেত্রে দেহত্যাগ পর্য্যন্ত অবস্থান করিলে যে, সকল জীবের সর্ব্বথাকাম্য নিরবচ্ছিন্ন সুখ লাভ করাযায় অর্থাৎ নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করা যায়, তাহা নানা শাস্ত্রের নানা গ্রন্থ হইতে বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া প্রথম লহরীতে দেখান হইয়াছে। যাঁহারা কিছুকাল পর্য্যন্ত কাশীবাস করিয়া দুর্দ্দৈব বশতঃ অন্যত্র গমন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই বা কিরূপ ফল লাভ করিয়া থাকেন, তাহাই আমরা এই

লহরীতে দেখাইতে চেষ্টা করিব। একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যাঁহারা কাশীবাসরূপ পরোত্তম কার্য্যের অনুষ্ঠানে অন্ততঃ কিছু সময়ও ব্যাপৃত হন, তাঁহারাই কিছু না কিছু উত্তম ফল লাভ করিয়া থাকেন। যেহেতু, কোন কল্যাণকর কার্য্যের অনুষ্ঠানকর্ত্তা কোনরূপ দুর্গতি প্রাপ্ত হইতে পারেন না। এ সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে কথিত হইয়াছে—

" তীর্থান্তরে গবাং কোটিং বিধিবদ্ যঃ প্রযচ্ছতি।
একাহং যো বসেৎ কাশ্যাং কাশীবাসী তয়োর্ব্বরঃ॥
নিমেষমাত্রমপি যো হ্যবিমুক্তেঽতিভক্তিমান্।
ব্রহ্মচর্য্য-সমাযুক্তস্তেন তপ্তং মহৎতপঃ॥
সংবৎসরং বসেৎ তত্র জিতক্রোধো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
অপরস্ত বিপুষ্টাঙ্গঃ পরান্নপরিবর্জ্জকঃ॥
পরাপবাদরহিতঃ কিঞ্চিদ্দানপরায়ণঃ॥"

যে ব্যক্তি তীর্থান্তরে যথাবিধানে কোটি সংখ্যক গোদান করেন এবং যিনি মাত্র একদিন কাশীবাস করেন, এই দুইজনের মধ্যে যিনি একদিন কাশীবাস করিয়াছেন তিনিই অধিক ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ হইয়া অত্যন্ত ভক্তির সহিত অবিমুক্তক্ষেত্রে নিমেষ মাত্রও অবস্থান করেন, তাঁহাদ্বারা মহৎ তপস্যা আচরিত হইয়াছে বলিয়া জানিবে অর্থাৎ তিনি কঠোর তপস্যাচরণে

যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপ ফল লাভ করিয়া থাকেন। জিতক্রোধ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া পরান্ন ও পরনিন্দা পরিবর্জ্জন করিয়া নিত্য কিছু কিছু দানে নিরত থাকিয়া, যে ব্যক্তি এক বৎসর মাত্র কাশীবাস করেন, তাঁহাকে পরমদেব শিব স্বরূপ বলিয়া জানিবে।

মৎস্যপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—

" ত্রিরাত্রমপি যে কাশ্যাং বসন্তি নিয়তেন্দ্রিয়াঃ।
তেষাং পুনন্তি নিয়তং স্পৃষ্টাশ্চরণরেণবঃ॥"

যাঁহারা ইন্দ্রিয়-সংযম-সহকারে ত্রিরাত্র মাত্রও কাশীবাস করিয়াছেন, তাঁহাদের পদধূলিস্পর্শে সকলে নিশ্চয়ই পবিত্র হইয়া থাকেন।

মৎস্যপুরাণে স্থানান্তরে কথিত হইয়াছে—

" মাসমেকং বসেদ্‌যস্তু লব্ধাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সম্যক্ তেন ব্রতং চীর্ণং দিব্যং পাশুপতং মহৎ॥
জন্মমৃত্যুভয়ং তীর্ত্বা স যাতি পরমাং গতিং॥"

যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া এবং প্রাপ্ত খাদ্য গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ ভক্ষ্যের প্রতি লালসা ত্যাগ করিয়া এক মাস মাত্র কাশীবাস করেন, তাঁহাদ্বারা শ্রেষ্ঠ দিব্যব্রত পাশুপত ব্রতের সম্যক্ অনুষ্ঠান হইয়াছে বলিয়া জানিবে অর্থাৎ সম্যক্‌ভাবে পাশুপতব্রত অনুষ্ঠান করিলে যেরূপ ফল পাওয়া

যায়, তিনিও সেইরূপ ফল লাভ করিয়া থাকেন—তিনি জন্মমৃত্যু ভয় হইতে উত্তীর্ণ হন—তিনি পরমাগতি লাভ করিয়া থাকেন।

লিঙ্গপুরাণে বিঘোষিত হইয়াছে—

" অবিমুক্তং যদাগচ্ছেৎ কদাচিৎ কালপর্য্যয়াৎ।
অশ্মনা চরণৌ ভিত্বা তত্রৈব নিধনং ব্রজেৎ ॥
অবিমুক্তং প্রবিষ্টস্তু যদি গচ্ছেত্ততঃ পুনঃ।
তদা হসন্তি ভূতানি অন্যোন্য-করতাড়নৈঃ ॥
বহুকালমুষিত্বাপি নিয়তেন্দ্রিয়মানসঃ।
যদ্যন্যত্র বিপদ্যেত দৈবযোগাৎ শুচিস্মিতে ॥
সোঽপি স্বর্গসুখং ভুক্ত্বা ভূত্বা ক্ষিতিপতীশ্বরঃ।
পুনঃ কাশীমবাপ্যাপি বিন্দেন্ নৈশ্রেয়সীং শ্রিয়ং ॥"

যদি কালক্রমে কখনও কেহ অবিমুক্তক্ষেত্রে আগমন করিতে পারে, তবে তাহার পক্ষে প্রস্তরাঘাতে চরণদ্বয় ভেদ করিয়া থাকিয়া কাশীতেই দেহত্যাগ করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ পদদ্বয়ের গতিশক্তি সংযত করিয়া—কাশীর বহির্ভাগে গমন না করিয়া দেহান্ত পর্য্যন্ত সেইখানেই অবস্থান করা কর্ত্তব্য। অবিমুক্তক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যদি কেহ সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তাহা হইলে ভূতগণ পরস্পর, করতালি প্রদান করিয়া তাহাকে উপহাস করিয়া থাকে। সংযতচিত্ত

ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া দীর্ঘকাল কাশীবাস করিয়াও যদি কেহ দৈবক্রমে অন্যত্র যাইয়া প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে সে স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া রাজ্যেশ্বর হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং পুনরায় কাশী প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষলাভ করে।

লিঙ্গপুরাণে স্থানান্তরে শিববাক্যে কথিত হইয়াছে—

"সদা যজতি যজ্ঞেন সদা দানং প্রযচ্ছতি।
সদা তপস্বী ভবতি হ্যবিমুক্তস্থিতো নরঃ॥
ন সা গতিঃ কুরুক্ষেত্রে গঙ্গাদ্বারে ন পুষ্করে।
যা গতির্বিহিতা পুংসামবিমুক্ত-নিবাসিনাম্॥
অবিমুক্তে বসেদ্ যস্তু মম তুল্যো ভবেন্নরঃ॥"

সদা যজ্ঞানুষ্ঠানে, সদা দানানুষ্ঠানে এবং সদা তপস্যাচরণে যেরূপ ফললাভ করা যায়, অবিমুক্তক্ষেত্রে অবস্থিত ব্যক্তি সেইরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অবিমুক্তক্ষেত্র-নিবাসী ব্যক্তিগণ যেরূপ সদ্গতি লাভ করিয়া থাকেন, হরিদ্বার, কুরুক্ষেত্র বা পুষ্করাদি অন্য কোন তীর্থস্থানে অবস্থিত ব্যক্তিগণ সেরূপ গতি লাভ করিতে পারেন না। যে ব্যক্তি অবিমুক্তক্ষেত্রে বাস করেন, তিনি আমার তুল্যতা প্রাপ্ত হন। উল্লিখিত প্রমাণ কয়েকটি দ্বারাই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে—কিয়ৎকাল যথাবিধানে কাশীবাস করিলেও স্বর্গাদি অবান্তর ফল লাভ করা যাইতে পারে এবং পরজন্মে

কাশীতে দেহত্যাগ করিয়া মুক্তিলাভের অধিকারী হইতে পারা যায়। কিন্তু যে কাশীক্ষেত্রে দেহ ত্যাগ হইলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থনীয় বস্তু মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে, সেই কাশীক্ষেত্র হইতে অকিঞ্চিৎকর ক্ষণিক সুখপ্রদ স্বর্গাদি ফল আহরণ করা, কোনক্রমেই কোন পণ্ডিত ব্যক্তি সমর্থন করিতে পারেন না। এই জন্যই শাস্ত্রগ্রন্থে মহাসৌখ্য-পরাম্মুখ ব্যক্তিদিগকে অনেক স্থলে তিরস্কারও করা হইয়াছে। নিম্নে ঐরূপ কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে কথিত হইয়াছে—

"অবিমুক্তং সমাসাদ্য ন ত্যজেৎ মোক্ষকামুকঃ।
ক্ষেত্রবাসং দৃঢ়ং কৃত্বা বসেদ্ধর্ম্মপরঃ সদা॥"

মোক্ষলাভেচ্ছু ব্যক্তি অবিমুক্তক্ষেত্রে আগমন করিয়া আর ঐ ক্ষেত্রকে পরিত্যাগ করিবেন না, ক্ষেত্রবাস দৃঢ় করিয়া সর্ব্বদা ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিবেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে স্থানান্তরে কথিত হইয়াছে—

"যথা পতিব্রতা নারী ভর্ত্তারমনুগচ্ছতি।
তথা সাহসমালম্ব্য কাশীমনুগতো ভবেৎ॥
বারাণসীং সমাস্থায় যো বহির্গন্তুমিচ্ছতি।
তদম্বং বর্জ্জয়েদ্ধীমাংশ্চণ্ডালস্যান্নবৎ সদা॥"

যেমন পতিব্রতা নারী স্বামীর [illegible] সাহস সহকারে মনুষ্যগণ কাশীর অনুগমন করিবে। বারাণসীতে বাস করিয়া যে ব্যক্তি কাশীধাম হইতে বহির্গমন করিতে ইচ্ছা করে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি চাণ্ডালান্নের ন্যায় তাহার অন্ন পরিত্যাগ করিবেন।

কাশীখণ্ডে কথিত হইয়াছে—

" প্রাপ্য কাশীং ত্যজেদ্ যস্তু সমস্তাঘৌঘনাশিনী[illegible]
নৃপশুঃ স চ বিজ্ঞেয়ো মহাসৌখ্যপরাঙ্মুখঃ ॥"

কাশীক্ষেত্রে আগমন কবিয়া যে ব্যক্তি সমস্ত পা[illegible] বিনাশিনী কাশীকে পুনরায় পরিত্যাগ করে, সেই পরম-সৌখ্য পরাঙ্মুখ ব্যক্তিকে নররূপধারী পশু বলিয়া জানিবে।

উপসংহার।

কাশীবাসীর সদ্বৃত্ত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—যাহারা কাশীতে পাপাচরণ করে, তাহাদিগকে রুদ্রপিশাচরূপে সেই পাপের ফল ভোগ করিতে হইয়া থাকে। এই জন্য যাহাতে পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে না হয়, সেইরূপ সদ্বৃত্ত আচরণ করিয়া কাশীবাস

[illegible] বিধানে সদ্বৃত্ত আচরণ করিয়া [illegible] করেন, তাঁহারা স্বতঃই মরণোত্তর তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণ মুক্তিলাভের অধিকারী হইতে পারেন।

আমরা এই লহরীতে কাশীবাসীদিগকে কিরূপ সদ্বৃত্ত আচরণপূর্ব্বক কাশীবাস করিতে হয়, তাহাই শাস্ত্রীয় প্রমাণ [illegible]া সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা কবিব।

পদ্মপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়—কাশীবাসীদিগের সম্বন্ধে মুনিগণের প্রশ্নের উত্তরে ভৃগুমুনি বলিয়াছেন—

[illegible]ৃষ্টোঽহং মুনিশ্রেষ্ঠাঃ কথং সেব্যেত সা পুরী।
[illegible]ামি তদহং তত্ত্বং শ্রূয়তাং সাবধানতঃ॥
বিহায় কামমর্থং চ দম্ভমাৎসর্য্যমেব চ।
ধর্ম্মমোক্ষৌ পুরস্কৃত্য নিষেবেত বিভোঃ পুরীম্॥
প্রতিগ্রহপরাবৃত্তঃ শান্তিদান্তি-সমন্বিতঃ।
শঙ্করধ্যাননিরতো নিষেবেত বিভোঃ পুরীম্॥
অকুর্ব্বন্ কলুষং কর্ম্ম সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
পঞ্চাক্ষরপরো নিত্যং নিষেবেত বিভোঃ পুরীম্॥
গৃহী চেদ্ধর্ম্মনিরতো বহিরর্জ্জিতবিত্তভুক্।
ব্যবহারোপযোগ্যত্র গৃহ্ণন্ বা বিমলং বসুঃ॥
প্রিয়াতিথিস্তীর্থপরো নিষেবেত বিভোঃ পুরীম্।
স্বাধ্যায়াধ্যয়নে যুক্তো গুরুশুশ্রূষণে রতঃ॥

ব্রহ্মচারী ধর্ম্মরতো নি[illegible]
কৈঃ সেব্যেতি চ যৎপ্রোক্তং তদহং প্রব্রবী[illegible]
স্ব স্ব জাত্যনুসারেণ যো ধর্ম্মো যস্য কল্পিতঃ।
তত্তৎকর্ম্মরতৈরেব সেব্যা বারাণসী পুরী॥
অন্যৈঃ সংসেব্যমানা সা কীকটান্নাতিরিচ্যতে।
অতো ধর্ম্মপরৈরেব রাগদ্বেষ-বিবর্জ্জিতৈঃ॥
নির্ব্বাণমেব কাঙ্ক্ষদ্ভিঃ শঙ্করোপাস্তিতৎপরৈ[illegible]
শ্রয়ণীয়া মুনিশ্রেষ্ঠাস্তেষাং সাক্ষাৎ বিমুক্তিদ[illegible]
দ্বৈপায়নোঽপি দেবেন শঙ্করেণ দ্বিজোপূমা[illegible]
দ্বেষাকুলতয়া কাশ্যাঃ বহিরেব পুরা কৃতঃ॥"

হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ আপনারা আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সে তত্ত্ব আমি আপনাদিগকে বলিতেছি; মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করুন—কিরূপে কাশীবাস করিতে হয়। কাম, অর্থলালসা, দম্ভ ও মাৎসর্য্য পরিত্যাগ করিয়া, ধর্ম্ম ও মোক্ষলাভের আগ্রহ লইয়া, বিভুর এই কাশীপুরীতে বাস করিবে। প্রতিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া দানে ও শান্তিতে তৎপর হইয়া, শঙ্করের ধ্যানে নিরত থাকিয়া বিভুর এই পুরীতে বাস করিবে। পাপ কর্ম্মের আচরণ না করিয়া, লোষ্ট্র, প্রস্তর বা কাঞ্চনাদির বিষয়ে সমদৃষ্টি হইয়া অর্থাৎ লোভকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়া, নিত্য পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে

[illegible] বাস করিবে। গৃহীব্যক্তি কাশী-[illegible] বাহ্যভাগে উপার্জ্জিত বিত্ত দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া অথবা এই কাশীক্ষেত্রেই কেবলমাত্র জীবিকার উপযোগী বিত্ত ধর্ম্মানুমোদিত উপায়ে অর্জ্জন করিয়া, অতিথিপ্রিয় ও তীর্থসেবী হইয়া বিভুর এই পুরীতে বাস করিবে। ব্রহ্মচারী হইয়া, বেদাধ্যয়নে এবং গুরুশুশ্রূষণে [illegible] থাকিয়া, ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া এই শিবপুরীতে বাস [illegible]।

আপনাদের অপর প্রশ্নের উত্তরে, কাহারা বারাণসীতে [illegible]রিবার উপযুক্ত, তাহাও আমি আপনাদিগকে বলিতেছি। নিজ নিজ জাতি-বর্ণ অনুসারে যাহার পক্ষে যে ধর্ম্ম শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, তদনুসারে কর্ম্মের আচরণ করিয়া বারাণসীপুরীতে বাস করিবে। স্বধর্ম্মাচরণ না করিয়া যে ব্যক্তি কাশীতে বাস করে, তাহার কাশীবাসে "কীকট" বাসের অর্থাৎ নিকৃষ্ট দেশে বাসের অধিক ফল লাভ হয় না। এইজন্য ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া রাগদ্বেষ পরিবর্জ্জন করিয়া, শঙ্করের উপাসনায় তৎপর থাকিয়া নির্ব্বাণলাভের আকাঙ্ক্ষা লইয়া বারাণসীকে আশ্রয় করিবে; যাঁহারা এইরূপভাবে কাশীবাস করেন, কাশী তাঁহাদিগের পক্ষে সাক্ষাৎ বিমুক্তিদাত্রী হইয়া থাকেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! পূর্ব্বকালে দ্বৈপায়ন মুনি ব্যাসদেব দ্বেষাকুল

চিত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া, শঙ্কর তাঁ[illegible]
বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন।

কূর্ম্মপুরাণে মহাদেব বলিয়াছেন—

"বর্ণাশ্রমবিধিং কৃৎস্নং কুর্ব্বাণো মৎপরায়ণঃ।
তেনৈব জন্মনা জ্ঞানং লব্ধ্বা যাতি পরং পদং॥

সমগ্র বর্ণাশ্রম বিধান পালন করিয়া, মৎপরায়ণ [illegible]
কাশীবাস করিলে, সেই জন্মেই জ্ঞানলাভ করিয়া প[illegible]
প্রাপ্ত হয়।

কাশীরহস্যে কথিত হইয়াছে—

"যো বুদ্ধিপূর্ব্বং প্রকরোতি পাপং
ন তস্য কাশ্যাং মরণং প্রসিদ্ধতি।
মৃতোঽপি নির্ব্বাণসুখং ন চাপ্নুয়াৎ
যতঃ পিশাচত্বমবাপ্নুযান্নরঃ॥

পুত্রো ভ্রাতা পিতা বাপি যো কাশ্যাং পাপমচরেৎ।
ত্যাজ্যঃ স এব পাপাত্মা ভবেৎ সংসর্গজং ভয়ং॥
কাশ্যাং স্থিতানাং জন্তুনামবিচারিত-কর্ম্মনাম্।
ন সুখং ন পরা শান্তিস্তস্মাৎ কাশ্যাং বিচারকৃৎ॥
সুখমাপ্নোতি পরমং পরাং শান্তিং প্রপশ্যতি।
প্রায়শ্চিত্ত-বিহীনানাং ন শান্তিঃ কুত্রচিৎ ভবেৎ॥

কিং পুনঃ কাশিকামধ্যে পাপং কৃত্বা সুখং লভেৎ।
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানাং প্রায়শ্চিত্তং হি কাশিকা॥
কাশিকায়াং কৃতে পাপে প্রায়শ্চিত্তং ন জায়তে।
প্রায়শ্চিত্তবিহীনানাং যাতনাস্তি সদা নৃণাং॥
প্রায়শ্চিত্তবিহীনানাং যাতনা বহুদুঃখদা।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ॥"

যে ব্যক্তি বুদ্ধিপূর্ব্বক কাশীতে পাপাচরণ করে, তাহার কাশীতে মৃত্যু হয় না; আর যদিই বা দৈবক্রমে তাহার কাশীতে মরণ ঘটেও, তথাপি সে নির্ব্বাণ সুখ প্রাপ্ত হয় না। যে হেতু পাপের ফলে তাহাকে পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়। যে ব্যক্তি কাশীতে পাপাচরণ করে, সেই পাপাত্মা ব্যক্তিকেই পরিত্যাগ করিবে; এমন কি—পুত্র, ভ্রাতা অথবা পিতাও যদি কাশীতে পাপাচরণ করে, তবে তাহাকেও পরিত্যাগ করিবে, নতুবা সংসর্গজন্য পাপের ভয় থাকে। কাশীতে অবস্থান করিয়া যাহারা সদসৎ কর্ম্মের বিচার না করিয়া সকলরূপ কর্ম্মই করিয়া থাকে, তাহারা সুখ বা পরা শান্তি লাভ করিতে পারে না, যাঁহারা বিচার পূর্ব্বক সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহারাই সুখ ও পরা শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। আচরিত পাপকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত না হইলে কোথাও শান্তিলাভ করা যায় না—

কাশীতে পাপকর্ম্ম করিয়াই বা কিরূপে সুখ লাভ করা যাইবে? ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাপ করিয়াও কাশীতে আগমন করিলে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, কিন্তু কাশীতে পাপাচরণ করিলে, তাহার আর প্রায়শ্চিত্ত নাই। প্রায়শ্চিত্ত বিহীন মনুষ্যদিগকে সর্ব্বদাই বহু দুঃখপ্রদা যাতনা ভোগ করিতেই হয়; সেই জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে পাপকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করিবে।

স্কন্দপুরাণে অগস্তমুনিব প্রতি স্কন্দ বলিয়াছেন—

"অবিমুক্তে কৃতানান্তু পাপানাং কুম্ভসম্ভব।
ন দৃষ্টা ন শ্রুতা বাপি ময়া শিবমুখাদপি॥
নিষ্কৃতিঃ স্থূলসূক্ষ্মাণাং শিবো বেত্তি ন চাপরঃ॥

* * * *

ত্বং কাশীবাসতত্ত্বজ্ঞঃ শঙ্করার্চ্চনতত্ত্ববিৎ।
কাশীং পশ্যতি যঃ কশ্চিৎ স পূজ্যো মম সর্ব্বদা॥
লৌকিকেষ্বপি যঃ পাপো মিথ্যাবাগ্ জায়তে নরঃ।
তস্যাপি নিষ্কৃতির্নাস্তি মিথ্যাবাদানুসারতঃ॥
ধনাদ্যর্থং তু যো মূঢ়ো মিথ্যাবাদং করোতি হি।
তস্যাশু সুকৃতং যাতি নরকং প্রতিপদ্যতে॥
দেহাদ্যর্থং প্রবদতি যো নরোঽনৃতমত্র হি।
স যাতি রৌরবং পাপং ন পুনঃ সত্যবাগ্ভবেৎ॥

ঋষয়ো রাজঋষয়ো বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথান্ত্যজাঃ।
অন্যেঽপি দেবযক্ষাদ্যাঃ পতিতা অনৃতৈরপি॥”

হে কুম্ভযোনে! অবিমুক্তক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত পাপ হইতে কাহাকেও নিষ্কৃতি পাইতে আমি ত’ দেখিই নাই। সমস্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম কর্ম্ম ফল-তত্ত্ব শিবই সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন, তাঁহার ন্যায় পাপ-পুণ্যতত্ত্বজ্ঞ আর কেহই নাই। সেই শিবের মুখেও কাশীকৃত পাপের নিষ্কৃতি আছে বলিয়া শুনি নাই। * * *। তুমি কাশীবাসতত্ত্বজ্ঞ এবং শঙ্করার্চ্চন তত্ত্বেও তুমি পণ্ডিত। যে ব্যক্তি কাশীকে যথাযথভাবে জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, তিনি সর্ব্বদাই আমার পূজ্য। যে মিথ্যা-বাদী ব্যক্তি লৌকিক বিষয়েও মিথ্যাবাক্য বলে, তাহারও সেই মিথ্যাবাক্য জন্য পাপের নিষ্কৃতি নাই, আর যে মূঢ়ব্যক্তি ধর্ম্মাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানের জন্য মিথ্যাবাক্য বলে, তাহার সমস্ত সুকৃত নষ্ট হইয়া যায় এবং সে শীঘ্রই নরকে গমন করে। দেহাদির জন্য যে ব্যক্তি এখানে মিথ্যাবাক্য বলে, সে রৌরব নরকে পতিত হয় এবং পুনরায় সত্যবাক্য বলিতে পারে না। ঋষি রাজর্ষি, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজজাতি সকলেই—এমন কি দেব, যক্ষাদিগণও মিথ্যাশ্রয় করিয়া পতিত হয়।

পদ্মপুরাণে কাশীতে আচরিত পাপের খণ্ডন বিষয়ে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"প্রামাদিকস্য লোপায় প্রতিভূতং বিভোর্গৃহম্।
কুর্য্যাৎপ্রদক্ষিণং নিত্যং তৎকল্মষজিহীর্ষয়া॥
অয়নদ্বিতয়ে কুর্য্যাৎ বারাণস্যাঃ প্রদক্ষিণম্।
প্রতিসংবৎসরং বাপি কাশীমপ্যভিতশ্চরেৎ॥
বাসঃ কাশ্যাং সজ্জনানাং সঙ্গো
গঙ্গাস্নানং পাপ-কর্ম্মারুচিশ্চ।
পুণ্যে প্রীতিঃ স্বেচ্ছয়া লাভসৌখ্যং
দানং শক্ত্যা ন প্রতিগ্রাহ্যমত্র॥
অষ্টাবেতে যস্য সন্ত্যেব যোগাঃ
যোগাভ্যাসৈ স্তস্য কিং কাশিকায়াং॥"

প্রমাদজনিত পাপের বিনাশ হেতু, প্রত্যেক ব্যক্তি নিত্য শঙ্করের মন্দির প্রদক্ষিণ করিবে। উত্তরায়ণে এবং দক্ষিণায়নে বারাণসী প্রদক্ষিণ করিবে অথবা প্রতিবৎসরে কাশী প্রদক্ষিণ করিবে। কাশীবাস, সজ্জনসঙ্গ, গঙ্গাস্নান, পাপকর্ম্মে অরুচি, পুণ্যে প্রীতি, যথালাভে সুখ, অর্থাৎ অস্পৃহা, যথাশক্তি দান এবং অপ্রতিগ্রহ; এই অষ্টযোগ যাঁহার সিদ্ধ হইয়াছে, কাশীক্ষেত্রে তাঁহার আর অন্য যোগাভ্যাসে কি প্রয়োজন আছে?

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ঋষিগণ এবং ভগবানের প্রশ্নোত্তরে কথিত হইয়াছে—

ঋষিপ্রশ্নঃ।—

" নিত্যযাত্রা বিধানং তু বক্তুমর্হসি সত্তম।
যথা ক্ষেত্রকৃতং পাপং নিত্যমেব প্রণশ্যতি ॥

শ্রীভগবানুবাচ।—

প্রাতঃ প্রাতঃ সমুত্থায় ঢুণ্ডিরাজং নমেৎপুনঃ।
ভবানীং শঙ্করঞ্চৈব কালভৈরবমেব চ।
দণ্ডপাণিং গণেশং তু কেশবাদিত্য-চণ্ডিকা।
ততঃ শৌচাদিকং কৃত্বা দন্তধাবনপূর্ব্বকং ॥
স্নানমুত্তরবাহিন্যাং শ্রুত্যাদিষু যথোদিতং ॥"

ঋষিগণ প্রশ্ন করিলেন—হে দেবসত্তম! নিত্যযাত্রা বিধান বর্ণনা করুন, যাহা দ্বারা এই কাশীক্ষেত্রে আচরিত পাপ নিত্যই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

ভগবান্ বলিলেন—প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠিয়া ঢুণ্ডিরাজ গণেশকে নমস্কার করিবে; তদনন্তর ভবানী, শঙ্কর, কালভৈরব, দণ্ডপাণি গণেশ, কেশব, আদিত্য ও চণ্ডিকাকে নমস্কার করিবে। তাহার পরে শৌচাদি সমাপন করিয়া দন্তধাবন পূর্ব্বক শাস্ত্রবিহিত বিধান অনুসারে উত্তর-বাহিনী গঙ্গায় স্নান করিবে।

ইহার পরে ব্রহ্মবৈবর্ত্তে স্থানান্তরে কথিত হইয়াছে—

" পরান্নং পরবাদশ্চ পরদারাস্তথা ধনম্।
আদানং চ রাগ-দ্বেষালস্যাভক্ষ্যানুদৈন্যতা।
দশদোষা মহাদেবি বর্জ্জাঃ কাশীনিবাসিভি ॥"

হে মহাদেবি! পরান্ন ভোজন, পরনিন্দা, পরস্ত্রী, পরধন গ্রহণ, প্রতিগ্রহ, আসক্তি, দ্বেষ, অলস্য, অভক্ষ্যভক্ষণ ও দৈন্যতা এই দশটী দোষ কাশীবাসিগণের বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য।

শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের মনীষী পণ্ডিতগণই এই কলুষনাশিনী বারাণসীর ভুক্তিমুক্তিপ্রদা শক্তির বিষয় একবাক্যেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়,—আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতার ও বিলাসিতার মোহপ্রবাহে নিপতিত হওয়ায় অনেকেই নিতান্ত বিভ্রান্তচিত্ত হইয়া উঠিয়াছেন,—বিশেষতঃ তাঁহাদের ধর্ম্মের প্রতি আস্থা নিতান্তই বিচলিত হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে, ভ্রমপ্রমাদ-পরিশূন্য মুনিজন-প্রদর্শিত পথেও গমন করিতে, অনেক সময়ে তাঁহাদের মনে নানারূপ সংশয় উপস্থিত হয়। এইরূপ একটা সংশয়ের ফলে, হিন্দুগণের এই পবিত্র তীর্থ-রাজধানী মুক্তির আকর-ভূমি এই বারাণসীও তাঁহাদের দৃষ্টিতে পাপের উৎপত্তি-ভূমি হীন পাশ্চাত্য নগরী বিশেষের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে।

ইহাঁদের মধ্যে যাঁহারা মন হইতে আর্য্যধর্ম্মের পবিত্র ভাব-সমূহ সম্পূর্ণ রূপে বিসর্জ্জন দিয়া ফেলিয়াছেন, আমাদের শাস্ত্রের কথা যাঁহাদের নিকট তুচ্ছ কুসংস্কার বলিয়া পরিগণিত হয়, তাঁহাদের নিকট বলিবার মত আমাদের কিছুই নাই, এবং তাঁহাদিগকে কিছু বলিবার অভিপ্রায়ও হয় না। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় কাশীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে নানা শাস্ত্রগ্রন্থের যে অমূল্য বাক্যাবলী উদ্ধৃত করা হইয়াছে, আশাকরি,—তাহাদ্বারাই প্রত্যেক আস্তিক ব্যক্তিই ত্রিলোকের শীর্ষস্থানীয় ক্ষেত্র, এই বারাণসীর অনির্ব্বচনীয় মহিমার বিষয়ে অনেকটা ধারণা করিয়া লইতে পারিবেন এবং তাঁহাদের মনে যদি এই মুক্তিক্ষেত্রের প্রতি কোন প্রকার সংশয়ভাব সমুদিত হইয়া থাকে, তাহারও অবসান হইবে।

শাস্ত্রোদ্ধৃত বচন সমূহের দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে,—কাশীতে মৃত পুণ্যবান্ এবং পাপী সকলেই মুক্তিলাভের অধিকারী হইয়া থাকেন, তাঁহাদের কাহাকেও পুনরায় সংসারক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। আমরা এই পুস্তিকার বিজ্ঞাপনীতে প্রকাশ করিয়াছি যে, "এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন, যাঁহারা শাস্ত্রোক্ত পাপী ও পুণ্যবানের মুক্তিরূপ তুল্যগতিত্ব লাভ সম্বন্ধে একান্তই সন্দিহান।" অপর একসম্প্রদায়ের একদেশদর্শী পণ্ডিত এই "মুক্তি" কথাটির উপর অত্যধিক জোর দিতে যাইয়া,

কাশীতে পাপাচরণের ফলে রুদ্রপিশাচরূপে ভৈরবী যাতনা ভোগের কথা শস্ত্রোক্ত হইলেও, তাহা স্বীকার করিতে চাহেন না। এসম্বন্ধে আমরা কোন প্রকার ব্যক্তিগত মন্তব্য প্রকাশ করিতে চাহি না, তবে, যে শাস্ত্রের বাক্যানুসারে কাশীমৃত্যুতে মুক্তিলাভের কথা স্থিরীকৃত হইয়াছে, সেই শাস্ত্রেই যখন কথিত হইয়াছে যে,—কাশীতে পাপাচরণ করিলে ভৈরবী যাতনা ভোগ করিতে হয়, তখন তাহাই বা অস্বীকার করিব কি প্রকারে? এই দুই সম্প্রদায় মনুষ্যের দুইপ্রকার সন্দেহের কথা বলিতে যাইয়া একটি প্রচলিত গল্পের কথা আমাদের মনে পড়িল। গল্প হইলেও, বিষয়টী উপদেশাত্মক এবং পূর্ব্বোক্ত সংশয়দ্বয়ের নিরাশক। এজন্য সেই গল্পটী এখানে সন্নিবেশিত করিয়া আমরা এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার উপসংহার করিব।

এক সময়ে শিবপুরীতে সুখোপবিষ্ট মহেশ্বরের নিকট পার্ব্বতী আসিয়া বলিলেন—"প্রভো! আপনার যাবতীয় কার্য্যাবলীই এক একটি বিচিত্র ব্যাপার, আপনি নিজেও রহস্যজালে জড়িত হইয়া বিচিত্রের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকেন, কিন্তু আপনার করুণা আবার ততোধিক অতি-বিচিত্র ব্যাপার! আপনার করুণায় মুমূর্ষু মার্কণ্ডেয় হইলেন অমর! অতি পাপাচারী রাক্ষসকুলপতি রাবন অতি পূতচরিত্র দেবতাগণকেও নির্জ্জিত করিতে সমর্থ হইল!!

আজীবন প্রাণিঘাতক নিরন্তর হিংস্রবৃত্তি-পরায়ণ ব্যাধ বিনা প্রচেষ্টায় পরমগতি লাভ করিল!!! দেব! এইরূপ সবই ত' করিয়াছেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এখন আবার সৃষ্টি-পদ্ধতি লোপ করিতে বসিয়াছেন কেন? আপনারই বিধানে পাপী পাপের ফল ভোগ করে, আবার পুণ্যবান্ সুকৃতের ফলে সদ্গতি লাভ করিয়া থাকে। আপনারই কৃপায় মুনি ঋষিগণ দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া যে সকল ধর্ম্মসংহিতাদি সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল সংহিতায়ও এই বাক্যের সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হইয়াছে। কিন্তু শিব-রাজধানী কাশীতে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতেছে কেন? পাপী বা পুণ্যবান্ যেই কাশীক্ষেত্রে মৃত্যুলাভ করে, সেই আপনার কৃপায় মোক্ষলাভ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়! "পাপী ও পুণ্যবানের তুল্যগতি" এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার, এই যে অপাত্রে আপনার অহেতুকী করুণা বর্ষণ, ইহার কি কোন নিগূঢ় কারণ আছে?"

তদুত্তরে পরমদেব মহেশ্বর বলিলেন—"শোন পার্ব্বতি! অতিস্থূলভাবে যে সমস্ত বিষয় লক্ষ্য করিয়া এইরূপ বিস্ময় প্রকাশ করিতেছ, একটু সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে তুমি বুঝিতে পারিতে, ইহাতে বিন্দুমাত্রও বিস্ময়ের অবকাশ নাই, কোথাও আমি অহেতুকী করুণা প্রকাশ করি না। তোমার কথিত দিব্যজ্ঞান-সম্পন্ন ঋষিগণের সঙ্কলিত

ধর্ম্মসংহিতাদিতেও সর্ব্বত্রই, প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপের খণ্ডন হয়, এঁকথা স্বীকৃত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ম্মের দ্বারাই কর্ম্মের খণ্ডন হইয়া থাকে অর্থাৎ সুকৃত আচরণের দ্বারা দুষ্কৃতের খণ্ডন হয়; এইরূপে কর্ম্মের খণ্ডন না হইলে, কর্ম্মফল ভোগ করিতেই হয়। কাশীগমনে যত কিছু পাপ আছে, এমন কি—ঘোর মহাপাপরাশিরও প্রায়শ্চিত্ত হইয়া যায়; সুতরাং—প্রায়শ্চিত্ত হইয়া যাওয়ার জন্যই কাশীর বহির্ভাগে আচরিত পাপের ফল আর প্রাণীকে ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু এখন কথা হইতেছে, যাহারা কাশীতে থাকিয়া পাপাচরণ করে, তাহাদের লইয়া। আমি ইহাও শুনিয়াছি যে, কাশীতে পাপাচরণ করিলে যে ভৈরবী যাতনা ভোগের কথা ঋষিগণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, কেহ কেহ তাহাকে ভয়প্রদর্শন বলিয়া মনে করে! তাহারা মনে করে, কাশীতে মৃত্যু হইলে যখন পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না, তখন মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আমার প্রদত্ত তারকোপদেশের ফলে সকলেই মুক্তি লাভ করে। কিন্তু তাহারা জানে না, ভ্রমপ্রমাদ পরিশূন্য সত্যবাক্য ঋষিগণ ভয় প্রদর্শনের জন্য কখনই অমূলক কথা প্রকাশ করিতে পারেন না। আচ্ছা, তুমি কিছু ঘৃত, একটা শুষ্ক বিল্বপত্র ও একটা কাঁচা বিল্বপত্র লইয়া এস, এখনই তোমাকে একটা ব্যাপার প্রত্যক্ষ করাইব। পার্ব্বতী তাঁহার আদেশ মত একটি শুষ্ক ও

একটি কাঁচা বিল্বপত্র এবং ঘৃত লইয়া আসিলে মহেশ্বর সম্মুখস্থ প্রজ্বলিত ধুনিতে ঘৃতের বাটিটী স্থাপন করিলেন। ঘৃত যখন গরম হইয়া ফুটিতে আরম্ভ করিল, তখন শুষ্ক বিল্বপত্রটী উহাতে নিক্ষেপ করিলেন। বিল্বপত্রটী দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া তৎক্ষণাৎ ভস্ম হইয়া গেল। তদনন্তর কাঁচা বিল্বপত্রটী ঐরূপ উত্তপ্ত ঘৃতে নিক্ষেপ করিলেন। চট্‌পট্ চট্‌পট্ করিয়া শব্দ হইতে হইতে তাহা হইতে বিন্দু বিন্দু ঘৃত চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, কাঁচা বিল্বপত্রের গন্ধযুক্ত কেমন একটা ধুম নির্গত হইতে লাগিল, অনেকক্ষণ পরে বিল্বপত্রটী মোচড় খাইয়া খাইয়া ভস্মে পরিণত হইল।

তখন পার্ব্বতী বলিলেন—প্রভো! এবার নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছি, পুণ্যবানের মৃত্যু হওয়া মাত্র তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ ঘটে, আর যাহারা পাপী অর্থাৎ কাশীতে পাপাচরণ করে, তাহাদের দশা কাঁচা বেলপাতার মত, রুদ্রপিশাচরূপে ভৈরবী যাতনা ভোগের পর তাহাদের মুক্তি হয়। পাপী ও পুণ্যবান্ উভয়েরই মুক্তি হয়, একজনের কোন প্রকার দুঃখ ভোগ না করিয়াই, আর একজনের যাতনা ভোগের পব। কি সুন্দর দৃষ্টান্ত!

আর একটা কথা আমি অনেক সময়ে ভাবি,—মুক্তি ফলটী গ্রহণ করিব, কোন প্রকার ক্লেশ সহ্য করিব না; এমন কি—পাপময় পথে বিচরণ করিব, অথচ ভৈরবী যাতনা

ভোগ করিব না! ইহাও কি কখনও সম্ভব? কাশীতে মরিলেই যদি মৃত্যুমাত্র তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ নিশ্চিতই ঘটে, তবে পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যক কি? পুণ্যকর্ম্মের—শিব-পূজা। নিজের ইষ্টপূজার আবশ্যক কি? শিবের কৃপার জন্য, কালভৈরব যাহাতে কাশী হইতে বিতাড়িত না করেন এবং কাশীকৃত পাপ মার্জ্জনার জন্য এবং ভৈরবী যাতনা যাহাতে তিনি মাপ করেন বা লঘু করেন এই জন্যও বটে।

তিনি কৃপা করিলে সবই সম্ভব!

" কর্পূরগৌরং করুণাবতারং
সংসারসারং ভুজগেন্দ্রহারং।
সদা বসন্তং হৃদয়ারবিন্দে
ভবং ভবানীসহিতং নমামি ॥"

শ্রীবিশ্বেশ্বরার্পণমস্তু।

সমাপ্ত।

মাঘী পূর্ণিমা, সোমবার।
১৩৩৭ সাল।